বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

জননিরাপত্তা বিভাগ

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব লিপিকা ভদ্র
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

জনাব হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	আহবায়ক
জনাব ইসরাত জাহান, উপসচিব (রাজনৈতিক-৪ শাখা)	সদস্য
জনাব আশাফুর রহমান, উপসচিব (আইন-২ শাখা)	সদস্য
জনাব সিরাজাম মুনিরা, উপসচিব (পুলিশ-২ শাখা)	সদস্য
জনাব বিকাশ বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১ শাখা)	সদস্য
জনাব জোসেফা ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব (আনসার-২ শাখা)	সদস্য
জনাব সৈয়দ ফয়েজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-২ শাখা)	সদস্য
জনাব নূর মোহাম্মদ, সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল)	সদস্য
জনাব ফৌজিয়া খান, উপসচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন করছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ বদ্ধপরিকর।

সরকারের 'ভিশন ২০৪১' সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা এখন বিশ্বের দরবারে মাইলফলক।

শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসরমান।

এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাঁদের কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রম সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার 'ভিশন-২০৪১' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক নির্মূল, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন। জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকা, যা *SDGs* এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম সহায়ক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির মুক্তির মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ এর স্বপ্ন দেশের সকল মানুষের হৃদয়ে।

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা, নাগরিক অধিকার রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, জলদস্যু ও বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সাইবার ক্রাইম প্রতিহতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা, সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য এ বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থার আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলছে। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের সঠিক প্রতিফলন প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পাবে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ

যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

জননিরাপত্তা বিভাগ ‘নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ’ গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। এ বিভাগের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনটির মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। এ মহতি কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশনায় যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৬-৩১
বাংলাদেশ পুলিশ	৩২-৪৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	৪৬-৬৮
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৬৯-৮৭
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	৮৮-১০১
তদন্ত সংস্থাঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১০২-১০৩
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১০৪
পরিশিষ্ট	১০৫-১১৭

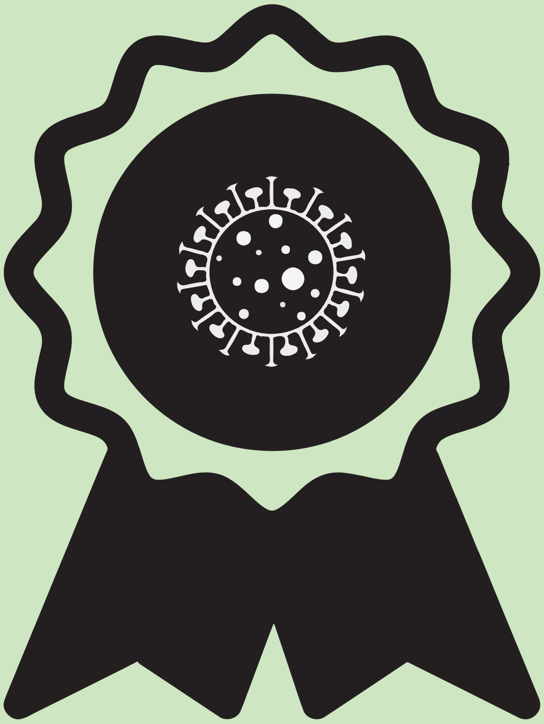

শ্রদ্ধা ও শোক

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কোভিড-১৯ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে পরলোকগমন করেছেন তাঁদের অকাল মৃত্যুতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্ব স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ এবং বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন
বিপিএম (বার), পিপিএম
পুলিশ মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান
বিএএম, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

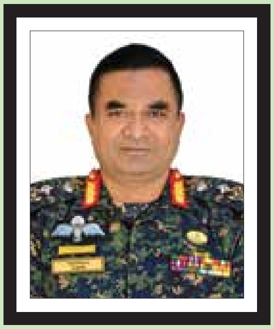

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী
এনবিপি, বিসিজিএম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

এম. সানাউল হক (আইজিপি অবঃ)
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান
এসবিপি, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

দুর্নীতি, মাদক নির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য হচ্ছে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন'। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার বিষয়টি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনগণের নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আদেশ, নির্দেশনা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন জারি করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনদস্যু স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণসহ জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে এ বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, চোরাচালান, মাদক নির্মূলে সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অপরাধের আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রসিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তদন্ত সংস্থা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশন

- নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন।

মিশন

- জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ এবং
- বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং
- সীমান্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা।

প্রধান কার্যাবলি

- জননিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতদসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;
- সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তাবিধান এবং
- জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তি সম্পাদন।

জনবল : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১৬	১৫৭	৫৯	-	-
বাংলাদেশ পুলিশ	২১৩৬৬৯	১৯৭৮৮৮	১৫৭৮১	৮৯৬২৬	-
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৫৮৫২৪	৫৭০৬২	১৪৬২	-	-
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	২১৫১৭	১৯১৭১	২৩৪৬	-	-
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৫০৩৮	৩৮২৭	১২১১	১৭৪৯	-
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	৪৯	২৫	২৪	-	-
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮৯	১৬৯	১২০	বছর ভিত্তি সংরক্ষিত	-
মোট	২৯৯৩০২	২৭৮২৯৯	২১০০৩	৯১৩৭৫	-

Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Guard, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proscription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.

20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. LawfulTele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. ‘Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)’; during Emergency.
41. Administration of doctors, Paramedics, Nurses, Technicians and other medical personnel under both the divisions of Ministry of Home Affairs.

জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০২২-২০২৩

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদক নির্মূল সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যথাযথ ও সুনির্দিষ্টভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে।

- জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্বমোট ২৪৫টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি মামলা উক্ত অর্থবছরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণজনিত ৭১টি ঘটনা নির্বাহী তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন ইংরেজীতে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা বাংলায় রুপান্তর ও সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা, নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে আওতায় ব্যক্তি ভিত্তিক পরামর্শক (আইন, বিধি) হিসেবে ০১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫৮টির ও বেশি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে ১০২৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- জনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২১ হাজার ৪৫৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার এডিপিতে উন্নয়ন বাজেটে ২২ টি প্রকল্পে ১১১৯.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ১০৯২.৫৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৬.৬৬ কোটি টাকা) যার মধ্যে হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮৭.৬৮ কোটি এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৬.৭৪%।

- জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সামজিক অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফসিলে ১১২ টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করায় মোবাইল কোর্ট-এর কার্যক্রম পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে এ বিভাগের মাধ্যমে ১০৫৬ টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯- এ বিচারের নিমিত্ত ১৪২৩ টি মামলায় সরকারের পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

- দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পুলিশ বদ্ধপরিকর। জনবান্ধব, যুগোপযোগী ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুলিশের আধুনিকায়ন অতীব জরুরী, যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ এ কতগুলো প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে ৮১৫ জনকে মনোনীত করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে ০১ (এক) বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণধীন রয়েছে। এএসপি এর মঞ্জুরিকৃত পদের ১১০৮ টি এর বিপরীতে ১২১ জনকে এএসপি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর পদের মোট মঞ্জুরি ৬৮৯৮টি। এছাড়া, ট্রেইনিং রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করে সফট্ওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সাল হতে বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের কার্যক্রম পুলিশ অধিদপ্তর থেকে তদারকি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে সর্বমোট ৪৮৭টি পত্র রিসিভ করা হয়। সকল পত্রের অনুসন্ধান ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নির্যাতন হতে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ সেবাসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

- হাইওয়ে পুলিশের ১৮ বছর পূর্তিতে ১১ জুন ২০২৩ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিত অ্যাপস্ "হ্যালো এইচপি (Hello Hp)" এর শুভ উদ্বোধন করেন। "সুশৃঙ্খল সুরক্ষিত মহাসড়ক" এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসহ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক উদ্ধার এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাইওয়ে পুলিশের সেবাকে আরও সহজতর ও জনবান্ধব করতে হাইওয়ে পুলিশ নানামুখী কার্যক্রম

গ্রহণ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় "হ্যালো এইচপি (Hello Hp)" অ্যাপস্ যাত্রা শুরু করেছে। অ্যাপস্'টি মহাসড়ক ব্যবহারকারী সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে তড়িৎ সাহায্য করবে। অ্যাপস্'টিতে জরুরী বাটন চেপে নিকটবর্তী প্যাট্রোল টিমকে বার্তা প্রেরণসহ মহাসড়ক ও হাইওয়ে পুলিশ সম্পর্কিত সকল তথ্য পাওয়া যাবে।

- বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১১৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার জুন ২০২৩ পর্যন্ত খরচ ৭৩৭.২২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫%। উক্ত অর্থবছরে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে/ স্থানে ব্যারাক, হাইওয়ে আউট পোষ্ট, নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক, র‍্যাব কমপ্লেক্স ও ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স, র‍্যাব সদরদপ্তর, সন্ত্রাস দমন আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র, ১৮টি আবাসিক টাওয়ার, বরিশাল ও সিলেটে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং রেঞ্জ রিজার্ভ পুলিশ লাইন্স, বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন্স ইত্যাদি নির্মাণসহ নতুন হাসপাতাল স্থাপন, বিদ্যমান হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং অপরাধ তদন্তে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজিবি তার অপারেশনাল কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করছে। সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন হতে বিশেষ টহল দল ১.৮৬৫ কেজি ওজনের ১৬ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। ০১ জন আসামীকে আটক করা হয়। বিজিবি টহল দল মাদক পরিবহনের সময় ১৫২২ পিস ভারতীয় ফেন্সিডিল আটক করেন। এছাড়া বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার শাড়ি ২৯২৫ পিস এবং বাংলাদেশী ০১ (এক) টি পিক জব্দ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সংকটের সময় বিজিপি ও বিএসএফ এর মধ্যে ০৩ টি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজিবি দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে প্যারেড এর সালাম গ্রহণ করেন এবং ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক পরিধান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শুভ উদ্বোধন করেন।

- 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৬২ বিজিবি) এর বিভিন্ন স্থাপনা' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি বিভিন্ন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকা Cancer & Chemotherapy Center স্থাপন করা হয়। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গার বিদ্যমান ইমারজেন্সি ইউনিট আধুনিকায়ন করা হয়।

- সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। "আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২৩" এর খসড়া ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থায় নতুন করে ১৫৬টি গার্ড অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন করে ২৩৬৯ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ২১১৫ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও স্বল্পকালীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ১৭৯টি গার্ড ও ৩১২৫ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে ৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৩৯ জন বিশেষ আনসারের চাকুরী স্থায়ীকরণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পার্বত্য এলাকায় যৌথ ও একক টহল/অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি'র সাথে ১০২৮০টি টহল ও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং সমতল এলাকায় যৌথ ও একক টহল/অভিযান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীনে ৪৫৭৬টি টহল ও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০২টি প্রকল্পের আওতায় তৈরি ০৫টি জাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠান: ২১ জুন ২০২৩ তারিখে ভিডিও টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে ০২টি আইপিভি বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা, বিসিজিএস জয় বাংলা ও ০২টি টাগ বোট বিসিজিটি প্রত্যয়, বিসিজিটি প্রমত্ত এবং ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন বিসিজিএফসি শক্তি এর কমিশনিং করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় জলযান ক্রয় খাত হতে ০২ টি হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ০২ x ৮৫ মিটার ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ক্রয়/নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২০ জুন ২০২৩ তারিখে কোস্ট গার্ড (৩৩+২)=মোট ৩৫ জন ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অসামরিক জনবল সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়।

- ৩০.০৬.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮৮টি মামলায় ৩৩০ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৫৩টি মামলায় ১৪২ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৯৭ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ১৮৮ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ১৬টি মামলায় ১৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩৩৫৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।
- তদন্ত সংস্থা ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত ০৬ (ছয়)টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে। যাহা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টের বিভাগে দায়েরকৃত রিটসহ বিভিন্ন মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ২৩৫টি রিট পিটিশন, ৫টি কনটেম্পট পিটিশন, ৪টি সুয়োমটো রুল ও ১টি কোম্পানী ম্যাটারসহ সর্বমোট ২৪৫টি মামলা রুজু হয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি মামলা উক্ত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। র‍্যাব এর নিকট আত্মসমর্পনকৃত জলদস্যু/বনদস্যুদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা ও নির্দেশনায় এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পনকৃত চরমপন্থী, জলদুস্য/বনদস্যুদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৪৯৪ ধারার আওতায় দন্ডবিধি আইনের অধীনে দায়েরকৃত ২০১৮ সাল পর্যন্ত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর নিকট আত্মসমর্পনকৃত জলদস্যু/বনদস্যুদের (খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ব্যতীত) ২১টি মামলা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে (আসামী ২৯৮জন) এবং ১১৯টি মামলা হতে ২২০ জন আসামীর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণ জনিত ঘটনাবলী নির্বাহী তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণ জনিত ৭১টি ঘটনা নির্বাহী তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সম্পর্কিত

সম্প্রতি মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক তথা Forcibly Displaced Myanmar National (FDMN)-এর মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৯০ জনকে (বাংলাদেশি ও মায়ানমার নাগরিক) ভাসানচর হতে পলায়নকালে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার প্রায় ২৮ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বিস্তৃতি নিয়ে মোট ৩৩টি ক্যাম্পে ১১ লক্ষাধিক বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক বা Forcibly Displaced Myanmar National (FDMN) অবস্থান করছে। ২০১৭ সাল থেকেই অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি এবং সেনাবাহিনী এর আওতায় মানবিক সহায়তা প্রদান, ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে মোতায়েন রয়েছে।

বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান এবং নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত ও সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার প্রয়োজন মোতাবেক ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে Forcibly Displaced Myanmar National (FDMN) ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর টহল/অভিযান এবং চেকপোস্ট পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করছে। এ বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্ণিত বিষয়ে একটি Standing Operating Procedure (SOP) চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে। বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে স্থানান্তর পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর ০১ (এক)টি কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করা হয়েছে। উক্ত কন্টিনজেন্টসহ সন্দীপ ও উড়িরচরে অতিরিক্ত ০২টি স্টেশন এবং সারিকাইত-এ ০১টি আউটপোস্ট এর মাধ্যমে ভাসানচরের চারপাশের বোটের মাধ্যমে টহল প্রদান করা হয় এবং টহল প্রদানের সহায়তার জন্য সার্ভেল্যান্স ড্রোনের মাধ্যমে ভাসানচর স্টেশন কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষা, অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিজিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ক্যাম্পের চারপাশে নিরাপত্তা বেস্টনির কাজের মধ্যে চেকপোস্ট, ওয়াচ টাওয়ার এর নির্মাণ কাজ শেষে গত ২৪ অক্টোবর এবং ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে এপিবিএন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও তিন স্তর বিশিষ্ট তারকাঁটার বেস্টনী,

ওয়াকওয়ে, কালভার্ট এবং সিসিটিভি ক্যামেরা নেটওয়ার্কিং এর কাজ শেষে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ এপিবিএন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জননিরাপত্তা বিভাগ বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠন এবং আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নির্বাহী কমিটি গঠন করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারে কোষাগার থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৩৫২,৭২,৬২,৯৪৯/-(এক হাজার তিনশত বায়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর সভাপতিত্বে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির ৫ম সভা ২৮ আগস্ট, ২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

আত্মসমর্পনকৃত চরমপন্থীদের পুনর্বাসন

বিভিন্ন সময়কালে আত্মসমর্পনকৃত চরমপন্থীদের পুনর্বাসন এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি)-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি আত্মসমর্পনকৃত চরমপন্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কাজ করছে।

উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়কালে দেশের ০৩ টি বিভাগের মোট ১৩ টি জেলায় আত্মসমর্পনকারী চরমপন্থীর ৪৬২ জনের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১১ টি প্রকল্পের বিপরীতে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা মোতাবেক জননিরাপত্তা বিভাগের “৩৭২১১০২-কল্যাণ অনুদান খাতে” বরাদ্দকৃত প্রথম পর্যায়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকার ০৯ টি পৃথক পৃথক ক্রসড চেক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯,৯৯,৯৯,৫০০/- (নয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকার ০৯ টি পৃথক পৃথক ক্রসড চেক এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২,৬২,১৯,৬৬০/- (দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ ঊনিশ হাজার ছয়শত ষাট) টাকা ০৯ টি পৃথক পৃথক ক্রসড চেকের মাধ্যমে ০৯ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জরুরী পরিস্থিতির উদ্রেক হলে

নিয়মিত বাহিনীকে সহায়তা প্রদানে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড মোতায়েন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন দাবানল, অপারেশন উত্তরণসহ সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহযোগিতার সাথে দেশের অখন্ডতা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ এর সদর দপ্তরে ২১ মে ২০২৩ তারিখ ৩১৫ জন চরমপন্থী সর্বহারা সদস্য আত্মসমর্পণ করেন

ডিজিটাল প্লাটফর্মে অপপ্রচার রোধ

ডিজিটাল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যারা অপপ্রচার, গুজব রটনা ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও প্রচার করে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ নিয়মিত নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। তাদের আইডি ও পোস্ট সমূহের লিংক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়মিতভাবে বিটিআরসিতে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা গ্রহণ করে দেশের বাহিরে অবস্থান করে যারা সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী নানান অপতৎপরতা চালাচ্ছে তাদের উপর গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। অপপ্রচারকারীরা যাতে দেশের ভিতরে ও বাহিরে দেশ সম্পর্কে/সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে না পারে সে লক্ষ্যে গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ তৎপর রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মাদকের ব্যবহার নির্মূলের জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। মাদক ব্যবহার নির্মূলের লক্ষ্যে মোটিভেশন ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ পূর্বক অভিযান পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল/জঙ্গি বিরোধী সচেতনতা ও প্রচারণা

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণনের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসাধারণকে সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া I Counter Radicalization, De-Radicalization কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Awareness Programme চলমান রয়েছে।

Television commercial (TVC) ও Online Video Communications (OVC) এর মাধ্যমে জঙ্গি বিরোধী সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উগ্রবাদীরা ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করছে,

বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা (Counter narratives) এর মাধ্যমে জঙ্গি/উগ্রবাদ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৬নং আইন) এর ধারা-১৮ এর ০২ উপ- ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ০৯টি সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

ক্রমিক	দল/সংগঠনের নাম	নিষিদ্ধকরণের তারিখ
০১	শাহাদাত-ই-আল হিকমা পার্টি বাংলাদেশ	০৯/০২/২০০৩ খ্রি.
০২	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)	২৩/০২/২০০৫ খ্রি.
০৩	জামা'তুল মুজাহেদীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রি.
০৪	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী	১৭/১০/২০০৫ খ্রি.
০৫	হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ	২২/১০/২০০৯ খ্রি.
০৬	আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)	২৫/০৫/২০১৫ খ্রি.
০৭	আনসার-আল-ইসলাম	১২/০২/১০১৭ খ্রি.
০৮	আলা'র দল	০৪/১১/২০১৯ খ্রি.
০৯	জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া	০৯/০৮/২০২৩ খ্রি.

আইন প্রণয়ন, যুগোপযোগীসহ হালনাগাদকরণে গৃহীতকার্যক্রম

বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার যথাযথ আইনী সংস্কার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ লক্ষ্যে অপরাধ দমন, প্রতিরোধ ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করছে।

আইনের যথাযথ ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত আইনের সংখ্যা ১১২টি। এই আইনের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তফসিলভুক্ত আইনের আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে করে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

দেশ থেকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে সরকার সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করেছে। এ আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরুপ জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধীগণকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান প্রণয়ন করে সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এ বিভাগ হতে মোট ১,৪২৩ টি মামলায় সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ এর বিধান মতে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপন করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় অনুমোদন প্রদানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া দেশের সকল জেলার চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ, এসিড মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রতিটি জেলা পর্যায়ে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলি মনিটরিং করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সভা করে হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্রুত ও দুষ্টান্তমূলক দন্ড নিশ্চিত করে জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে এ বিভাগের মাধ্যমে এ যাবৎ ১০৫৬ টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে। যা বিগত বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাজেট ও বরাদ্দ সম্পর্কিত

জননিরাপত্তা বিভাগের মূল অভিলক্ষ্য "নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ" কে সফল করা ও জনবান্ধব আইন-শৃংখলা বাহিনী গঠনে সরকার দৃঢ় প্রত্যয়কে বাস্তবে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে এ বিভাগের বাজেট ব্যাবস্থাপনা টিম দক্ষতা ও পেশদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার বিগত ১২ বছরে (২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে) এ বিভাগের বাজেট প্রায় ০৫ (পাঁচ) হাজার কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২২৫৭৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় উন্নীত করেছে। আগামী অর্থবছরসমূহে ক্রম বর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাজেট বরাদ্দ সরকার যৌক্তিকতা বিবেচনায় বৃদ্ধি করা হবে।

বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা (১) জননিরাপত্তা বিভাগ হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ারমার নাগরিকদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পে অবস্থানেরর জন্য টেকনাফ এবং উখিয়া ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। জননিরাপত্তা বিভাগের অর্থায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলন ১৯৭,০০,০০,০০০/- (একশত সাতানব্বই কোটি) টাকা ব্যয়ে ১৪৭ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেষ্টনী এবং ১৩০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। (২) বাংলাদেশ পুলিশ কাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হেলিকপ্টার ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন নতুন থানা স্থাপন, নতুন জনবল ও ইউনিটের বাজেট সংস্থান, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর কম্পোজিট ও ভাসমান বিওপি স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৪) আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অঙ্গীভূত আনসারদের জন্য ১০,১১,৪০০ পিস 12 Bore Shotgun এর কার্তুজ, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৫) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ০২টি হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং ০২টি ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়) আনুষঙ্গিক ক্রয়; (৬) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও তদন্ত সংস্থার জন্য ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবান্ধব আইন-শৃখলা বাহিনী গঠনের প্রচেষ্ট অব্যাহত রয়েছে।

বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে ভ্রমণ ও নিরাপত্তা বিধান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থা/এনজিও/ব্যক্তি পর্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে দারিদ্র বিমোচন, আধুনিক কৃষি যন্ত্রাংশ ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষা উন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, নারী সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধ, নদী ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি সমন্বয় পরিকল্পনা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে। এছাড়াও কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাচাই বাছাইঅন্তে সার্বিক বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভ্রমণকারী/বিশেষজ্ঞগণকে পার্বত্য জেলা ভ্রমণের এ বিভাগ হতে অনুমতি ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

এসডিজি প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতি

স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর মূখ্য মন্ত্রণালয় (Lead Ministry) হিসেবে নির্ধারিত লক্ষমাত্রা ও সূচক অর্জনে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও Co-Lead মন্ত্রণালয় ও সহযোগী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ (Associate Ministry/Division) হিসেবে সমৃদ্ধ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যান্য লক্ষমাত্রা অর্জনেও কাজ করে থাকে। জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতা জনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা, শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশুপাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান এবং মানব পাচার প্রতিরোধসহ বিভিন্ন লক্ষমাত্রা ও সূচক অর্জন করতে বদ্ধ পরিকর।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন অনুবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগের আওতাধীন বাহিনীসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেল

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কোনো মালামাল হারানো বা চুরি গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সরাসরি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'লস্ট এবং ফাউন্ড' সেলে অভিযোগ করলে সিসিটিভি, থার্মাল ক্যামেরার সহায়তায় হারানো বা চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচিবালয়ের ভিতরে ব্যবহার্য কোনো মালামাল পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেলে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২৩-২০২৪ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এজন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। ইতোমধ্যে ৫১টি মন্ত্রনালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট এ টিমে প্রশাসন, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাজেট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয় এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এপিএ টিম লিডার এপিএ টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব এবং এপিএ'র অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব-কে অবহিত রাখেন।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বর্তমান সরকারের "নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮"তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (8FYP), মন্ত্রনালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা/দলিল, সরকারের অন্যান্য কৌশল পত্র, মন্ত্রনালয়/বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MBF)'তে উলিখিত Key Performance Indicator (KPI) এবং "মুজিববর্ষ ২০২০-২২" উপলক্ষ্যে ঘোষিত কর্মসূচীর আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। এপিএ প্রণয়নকালে বিভিন্ন উদ্ভাবনী (Innovative) ও সংস্কারমূলক (Reforms) উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম খসড়া এপিএ "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS)" বিষয়ক Software এর মাধ্যমে দাখিল করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

রাষ্ট্র, সমাজের ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনায় সমুন্নত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের মূলনীতি। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করে ১২ জুন ২০২২ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করা হয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ বিভাগের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের স্ব-মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকুরি এবং সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয় নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সংশোধনপূর্বক একে আরো বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রত্যেকের অনুকূলে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসাবে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হয়।

২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

পরিদর্শন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এপিএ, ইনোভেশন এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক কর্তৃক পদত্ত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিজিবির বিওপি টহল কার্যক্রম ও কোস্টগার্ডের বেইজ/স্টেশন/আউটপোস্ট পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ২৬টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ২৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ১৫৭ জন এবং ৩২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে মোট ৮৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর সভাপতিত্বে সরকারী কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন (GEMS) বিষয়ক কর্মশালা ১৭ মে ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ই-গভার্ন্যান্স কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর সভাপতিত্বে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশালা ১৪ জুন ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর সভাপতিত্বে জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমসাময়িক লার্ণিং সেশনের আওতায় Google ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা ৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

জুন ২০২৩ মাসে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ০২ দিন ব্যাপী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক ToT প্রশিক্ষণ আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় myGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সেবাসমূহকে দ্রুত ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে Preparatory Workshop ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে ডেটা সিকিউরিটি বিষয়ক কর্মশালা ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমুহ উদযাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‌্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৫ আগস্ট এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয় ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ-২০২২-এর শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয় ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রীয়া সপ্তাহ-২০২২-এর শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর সভাপতিত্বে ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর সভাপতিত্বে ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মহান বিজয় দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়

পুলিশ অধিদপ্তর

২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আগামী শতকের জন্য ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ তার জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল প্রশাসন, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর একটি জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সেই উন্নত বাংলাদেশের জীবন ও সম্পদের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করছে বাংলাদেশ পুলিশ। সময়ের পরিসরে আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, সময়ের তাগিদে নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠাসহ আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশকে স্মার্ট পুলিশে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে ২ লক্ষের অধিক সদস্য জনগণের নিরাপত্তা বিধানে কর্মরত আছে। বাংলাদেশ পুলিশকে স্মার্ট পুলিশে রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুলিশ একাডেমী, পুলিশ স্টাফ কলেজ, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার ও ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমূহ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পুলিশের গুণগত এবং আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের জন্য "দক্ষতা উন্নয়ন" প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যার আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫ হাজারের অধিক পুলিশ সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তদন্ত কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সিডিআর অ্যানালাইসিস, সিডিএমএস, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংক্রান্তে বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। উন্নত বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাইবার ক্রাইম ও ফাইনান্সিয়াল ক্রাইম। এই দুই প্রকার অপরাধ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে সিআইডিসহ মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের সকল জেলায় আর্থিক ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে দেশের সকল থানায় বিশেষ ডেস্ক গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পুলিশী সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট পুলিশিং হবে একটি অনিবার্য বাস্তবতা। উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, বিপণন থেকে শুরু করে সেবা প্রদান সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলবে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। পরিবর্তিত এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট পুলিশিং হবে একমাত্র নিয়ামক। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে একটি আধুনিক, দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট পুলিশ গঠনে বাংলাদেশ পুলিশ এগিয়ে যাচ্ছে। নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও পদোন্নতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তদুপরি আধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং বাহিনীর সদস্যদের অধিকতর প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়। আমরা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ স্মার্ট পুলিশ হবে জনতার পুলিশ।

বাংলাদেশের পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জনবল:

বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত পদ (পুলিশ) ২০২৮৬২ জনের মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৯০১৩৯ জন এবং শূণ্য পদ ১২৭২৩ জন। অনুমোদিত নন-পুলিশ (রাজস্ব) ৮০৪৫ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ৫১২৭ জন এবং শূণ্য পদ ২৯১৮ জন। নন-পুলিশ (আউটসোর্সিং) পদে অনুমোদিত পদ ২৭৬২ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ২৬২২ জন এবং শূন্য পদ ১৪০ জন। ফলে বর্তমানে পুলিশের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২১৩৬৬৯। কর্মরত মোট জনবল ১৯৭৮৮৮ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৫৭৮১ জন।

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ পুলিশ	১৫৮৭টি	১৪১০ কোটি (প্রায়)	৯৭ টি	১৫৬টি	৩২০ কোটি (প্রায়)	১৪৩১টি	১০৯০ কোটি (প্রায়)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে। ২৭ জুন ২০২২ খ্রি.তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এর ২০২২-২০২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে বাংলাদেশ পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে যৌথভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এ প্রতিটি সূচকে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে তদারকির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ জনসংখ্যা ও পুলিশের অনুপাত যৌক্তিক পর্যায়ে আনা হয়েছে। থানাকে ডিজিটালাইজড করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর তদন্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনলাইন জিডি কার্যক্রম চালু করা এবং জাতীয় জরুরী সেবা “৯৯৯” এর Response Time ৫ মিনিটে নামিয়ে আনার প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় জরুরী সেবা ‘৯৯৯’ এ মোট ২,৫৮,৪২৮টি অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শতভাগ অভিযোগেরই সাড়া প্রদানপূর্বক নিষ্পত্তি করা এবং সড়ক মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের নিরাপত্তায় ৩৭৭৭৭৮৭৮৫ কর্মঘন্টা ডিউটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৯,৪১,৭৩০ টি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিষ্পত্তি ও জনবান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে অপরাধের তথ্য প্রদানকারীর বক্তব্য শতভাগ শ্রবণ এবং মামলাসমূহের তদন্ত গড়ে ১২০ দিনে সম্পন্ন করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ৪২,৭৭,১,৫৮৩ কর্মঘন্টা টহল অভিযান, মানব পাচার প্রতিরোধে ৯,৬২৫টি অভিযান, ৬১,০৩০ টি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক ৭,৯৪৮ বার থানা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালীন বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় জরুরী সেবা ‘৯৯৯’

অপরাধের তথ্য প্রদানকারীর বক্তব্য শ্রবণ

এছাড়া গণশুনানি, অপরাধ বিরোধী সভামূলক কার্যক্রম, মাদক বিরোধী অভিযান ও মানব পাচার প্রতিরোধের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গি দমনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এই চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৫৭টি থানাকে আধুনিকায়ন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক পরিদর্শন এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে অপরাধের তথ্য প্রদানকারীর বক্তব্য শ্রবণের রেজিষ্টার থানায় সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং বাল্যবিবাহ নিবারণে তথ্য প্রাপ্তির পর অভিযান পরিচালনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

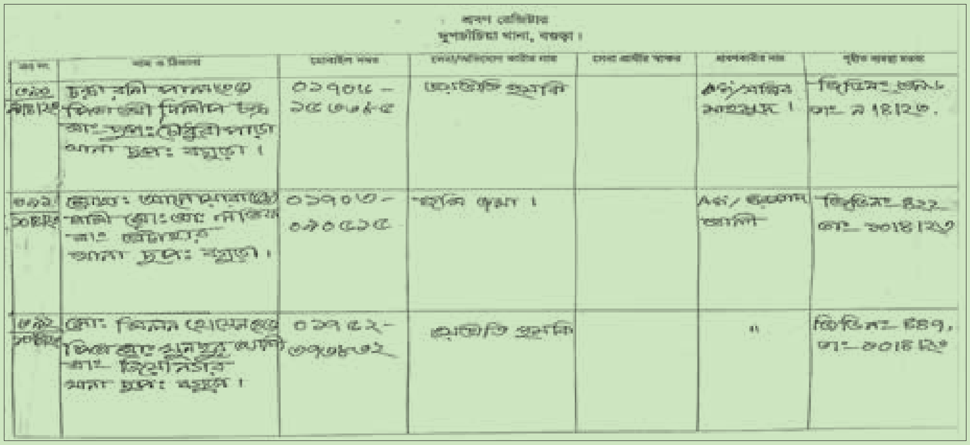

শ্রবণ রেজিস্টার

গণশুনানি (ওপেন হাউজ ডে)

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক থানা পরিদর্শন

মাদক বিরোধী অভিযান (ইয়াবা উদ্ধার)

মানব পাচার প্রতিরোধে অভিযান

থানা আধুনিকায়ন

শিশু হেল্প ডেস্ক

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সকল সরকারি সেবাসমূহকে মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছানোই APA চুক্তির মূল লক্ষ্য। APA চুক্তির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সকল সরকারি কর্মকান্ড এক নজরে দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৭ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯ জুন ২০২২ তারিখে ০৮ টি মেট্রোপলিটন, ০৮ টি রেঞ্জ, ০৫ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল ও ১৪ টি বিশেষায়িত ইউনিট এর প্রধানগণের সাথে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

একইভাবে ইউনিট প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/ডিসি/কমান্ড্যান্টদের সাথে ও জেলার পুলিশ সুপারগণ থানার অফিসার ইনচার্জগণের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পুলিশ অধিদপ্তর এবং জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের এপিএ চুক্তিটি গত ২৪ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ওয়েবসাইটে (www.police.gov.bd) আপলোড করা হয়।

APA একটি সময়াবদ্ধ কর্মসূচি। এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অধীনস্থ সকল ইউনিটের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের দক্ষ করার জন্য ওয়ার্কশপ করার নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষেই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় ৩৬ টি ইউনিট এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের তথ্য প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ০১ দিন মেয়াদি এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ সকল কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA বিষয়ক কর্মশালা

বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য এবং সরকারের অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করে এটাই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সরকারের সকল কর্মকান্ডে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনসহ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সহযাত্রী হয়ে কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন তথা ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- যোগ্য ও মেধাবী সদস্য নির্বাচনে কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়োগবিধি সংশোধন করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কনস্টেবল নিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করে নিয়োগ কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন আনয়ন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৫% হারে নারী পদে নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবী সদস্যের উচ্চতর পদে পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫৮৬টি মেরামত প্রকল্প ৯৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের কেন্দ্রীয় হাসপাতালসহ সকল বিভাগীয় হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পতিত/অব্যবহৃত জমিতে ফসল/ফল উৎপাদন শুরু হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে জুন/২০২২ হতে মে/২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৩২৩ একর জমিতে ২৮১ মেট্রিক টন সবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২.৩৮ কোটি টাকা এবং ৪১০ একর জলাশয়ে ২২০ মেট্রিক টন মৎস্য আহরণ করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫.৯৫ কোটি টাকা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গমন করেছেন-৪৯৭ জন;
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রত্যাবর্তন করেছেন -৪৭৩ জন:
- ২০২২-২৩ বছরে জাতিসংঘ হতে প্রাপ্ত FPU সমূহের Reimbursement -১৩৭,৪২,৫৮,৪৪৯.১৬ টাকা

রেড নোটিশ জারী সংক্রান্ত

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫টি মামলায় { ১) নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) থানার মামলা নং-০৪(১০)২০২০, ২) ভাটারা (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৯, তারিখঃ ০৩/০৬/২০১৯, ৩) গুলশান (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৫, তারিখঃ ১৩/০৯/২০২১, ৪) বনানী (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৩, তারিখ : ১০/০৭/২০১৮, ৫) যাত্রাবাড়ী (ডিএমপি) থানার মামলা নং-৪৬, তারিখঃ ১১/১১/২০১৮}- ০৫ (পাঁচ) জনের বিরুদ্ধে INTERPOL কর্তৃক Red Notice জারি করা হয়।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে INTERPOL SLTD (Lost/Stolen Travel Documents) Database-এ ১৫৪৫ টি পাসপোর্ট অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম (দেশে/বিদেশে)

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশে পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে ১৫ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়ামে মোট ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

Stolen & Lost Travel Document (SLTD) Database এ অন্তর্ভূক্ত এবং প্রত্যাহার

দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), ঢাকা থেকে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মোট ১৫৪৫টি পাসপোর্ট Stolen & Lost Travel Document (SLTD) Database এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- এএসপি প্রবেশনারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের সিলেবাস যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে কনস্টেবল হতে অতিরিক্ত আইজি পর্যন্ত প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদের জন্য বছরে কমপক্ষে/ন্যূনতম ০১ (এক) বার প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইন্সপেক্টর, এসআই, সার্জেন্ট/টিএসআই পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ০১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী নিম্নোক্ত কোর্সসমূহের মডিউল ও কন্টেন্ট প্রস্তুতপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পদমর্যাদা	প্রশিক্ষণের ধরণ
পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)	Crime Administration Course
পুলিশ পরিদর্শক (শওয়া)	Traffic Management Certificate Course
পুলিশ পরিদর্শক (সঃ)	Public Order & Police Line Management Course
সার্জেন্ট/টিএসআই	Traffic & Road Safety Management Course
এসআই (নিঃ)/নারী এসআই (নিঃ)	Refreshers Course
এসআই (সঃ)	Public Order Management & HRD Course

- টিআরসিদের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।
- Firing of Arms Course প্রবর্তন করা হয়েছে।
- "বেসিক পুলিশ টেকনিক অ্যান্ড টেকটিক্স (Basic Police Techniques and Tactics)" কোর্স এর মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।
- এএসআই (নিঃ) এবং এসআই (নিঃ) পদে উত্তীর্ণদের বাধ্যতামূলক কোর্স এর মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রচলিত কোর্সসমূহ পর্যালোচনা: বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ২২১টি কোর্সকে ০২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (বিশেষায়িত ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)। ১০৫টি কোর্সকে অপরিবর্তিত রেখে ১১৬টি কোর্সকে ১১টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে একীভূত করা হয়েছে। একীভূত কোর্সসমূহের কোর্স মডিউল ও হ্যান্ডআউট/কনটেন্ট প্রস্তুতপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
- মোটরসাইকেল ড্রাইভিং কোর্স এর কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের ০৭টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত এএসআই (সঃ), এসআই (সঃ) ও ইন্সপেক্টর (সঃ) পদমর্যাদার প্রশিক্ষকদের ০৬ (ছয়) দিন মেয়াদী ৯ এমএম এসএমজি, এলএমজি ও নন লিথাল গ্রেনেড বিষয়ক Training of Trainers (ToT) কোর্স করানো হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং

- ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর শনিবার সারাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২২ পালন করা হয়। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশিং অফিসার এবং শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যদের ক্রেস্ট ও সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয়।
- বর্তমান বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে কমিউনিটি পুলিশিং এর কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপি মোট ৪৯,৫২৯টি কমিটিতে ৮,৯৪,২০৬ জন কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য কাজ করে চলেছে।

বিট পুলিশিং

বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে পুলিশি সেবা ব্যবস্থাকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬,৫২৫ টি বিট গঠন করা হয়েছে।

পথ্যের হার বৃদ্ধি

পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের পথ্যের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পদ সৃজন

- বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত ১৩ টি জেলা (টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা ও কক্সবাজার) পুলিশ হাসপাতালের সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারের লক্ষে ৭৮ টি পদ সৃজন ও ১৩ টি যানবাহন টিওএন্ডইভূক্তকরণ।
- Mass Rapid Transit (MRT) মেট্রোরেল এর নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক এর অধীনে বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় ৩টি ক্যাডার পদ ও ২২৮টি নন-ক্যাডার পদসহ মোট ২৩১ টি পদ সৃজন এবং ১৫ টি যানবাহন টিওএন্ডইভূক্তকরণ।
- কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা'র সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারসহ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) এর জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে ১০টি পদ সৃজন।
- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর সদ্যস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র যুগোপযোগী করার জন্য মান প্রমিতকরণ করা হয়েছে।

  এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সদস্যদের ব্যবহারের জন্য আধুনিক মানের ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ব্যক্তি নিরাপত্তার কাজে ব্যবহারের জন্য আধুনিক মানের ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে, যার ফলে পুলিশ বাহিনীর দৈনন্দিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে দক্ষতা ও সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের নতুন নতুন ইউনিট গঠন, জনবল বৃদ্ধি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। জঙ্গি/সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিহতকরণসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত জননিরাপত্তা সামগ্রীসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ক্রয় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। জনশৃংখলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান, অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে যুগোপযোগী, অধিকতর দক্ষ ও আধুনিক এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ইক্যুইপমেন্ট শাখা কর্তৃক ক্রয়পূর্বক জেলা/ইউনিটে সরবরাহ করা হচ্ছে, যা দৈনন্দিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ অপারেশনাল কাজে পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা

বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের অপরেশনাল, তদন্ত ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্বের উন্নত দেশের পুলিশের ন্যায় দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

- প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নের সহায়ক বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটের নতুন সংস্করণ www.police.gov.bd চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটে Citizen Charter, Police Clearance Certificate, সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রবাসীগণ দেশে/বিদেশে অবস্থানকালে Expatriate Help Line এর মাধ্যমে পুলিশে কাছে সেবা চাইতে পারে। Missing Vehicle নামে ওয়েব সাইটে অন্য একটি মেনু রয়েছে যার মাধ্যমে চুরি/হারিয়ে যাওয়া গাড়ির তালিকা যাচাই করা যায়। ওয়েবসাইটে Opinion or Complaint বাটনের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে মতামত দেওয়া বা অভিযোগ জানানো ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, Crime Data Management System (CDMS) সফটওয়্যার এর মাধমে অপরাধ ও অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

VPN Network Connectivity

বাংলাদেশ পুলিশের ১৩৫০টি অফিসে নিজস্ব ফাইবার নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ব্যাকবোন স্থাপন ও VPN Configuration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত ভিপিএন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ডিজিটাল সার্ভিসসমূহ যেমন; বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েবপেইজ, জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ Citizen Information Management Software (CIMS), Crime Data Management Software (CDMS), Personnel Information Management Software (PIMS), ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম, বিডি পুলিশ হেল্প লাইন এবং আরএমএস ইত্যাদির ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

Bangladesh Police Data Center

বাংলাদেশ পুলিশের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য টায়ার-৩ (Tier-III Compliant) মানসম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল পুলিশিং নিশ্চিতকল্পে উক্ত ডাটা সেন্টারে ১০৫ টি এ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ডাটা স্টোরেজ ব্যবহারের ফলে অধিকতর দক্ষতা এবং নিরাপত্তার সহিত ডিজিটাল পুলিশি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত তথ্যসমূহ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় ডাটা সেন্টারের নিজস্ব নিরাপত্তা (Physical and Logical) নিশ্চিত করা হয়েছে।

National Emergency Service-999 (Call Center)

জাতীয় জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক National Emergency Service-999 পরিচালিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে টিএন্ডটি বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (বিনা মাশুলে) ৯৯৯ ডায়াল করে জরুরি সেবা পেতে পারেন। এ সেবাটি আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে উচ্চ এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৯৯৯ এর সাথে এপিআই এর মাধ্যমে Caller এর Realtime Location পাওয়া যাচ্ছে বিধায় সেবা প্রদান সহজ হচ্ছে।

Online Police Clearance Certificate System

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক Online Police Clearance Certificate System সেবা চালু করা হয়। যে কোন নাগরিক অনলাইনে Police Clearance Certificate এর আবেদন করতে পারেন। Online এ আবেদনকৃত তথ্য যাচাই বাছাই শেষে দ্রুততম সময়ে Police Clearance Certificate প্রদান করা হয়।

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System সেবাটি চালু করা হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করার ফলে ট্রাফিক পুলিশের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবার মান উন্নত হয়েছে। সেবাটি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকায় চালু করা হচ্ছে।

Citizen Information Management System (CIMS) Software

বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য যথাযথভবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management System (CIMS) Software টি বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

Crime Data Management (CDMS)

Crime Data Management (CDMS) সফটওয়্যারে বাংলাদেশের থানাসমূহে মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। এতে মামলার বিষয়বস্তু, ঘটনাস্থল, আসামীসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করা হয় বিধায় অপরাধ ও অপরাধীদের ধরন এবং এলাকাভিত্তিক অপরাধের ডাটাবেজ গড়ে উঠেছে। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করার লক্ষ্যে CDMS এর সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট, এনআইডি এবং বিআরটিএ ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

CDMS++ Online GD (Lost & Found)

জুন/২০২০খ্রিঃ হতে অনলাইন জিডি ব্যবহারে সূচনা হয়। বাংলাদেশে পুলিশের নিজস্ব উদ্যোগে অনলাইন জিডি সুবিধাসহ ১৩টি Module এ সিডিএমএস++ নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়। সফটওয়্যার অ্যাপস ও ওয়েব সংস্করণ ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতা ঘরে বসেই Lost & Found বিষয়ে জিডি রেকর্ড করতে পারবেন এবং জিডির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট জানতে পারবেন।

Next Generation for PIMS (NGPIMS)

বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান Personnel Information Management Software (PIMS) এর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধে পুলিশ দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে তদারকি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে সর্বমোট ৪৮৭টি পত্র রিসিভ করা হয়। সকল পত্রের অনুসন্ধান ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নির্যাতন হতে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ সেবা পরিচালিত হচ্ছে।

মুজিববর্ষ ও রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী দের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' এ ডেস্ক পরিচালনার জন্য প্রতিটি থানায় পৃথক কক্ষ ও প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তা রয়েছে। আইনগত সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা বা অন্য কোন মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হলে সে বিষয়েও প্রয়োজনে সরকারি বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ২,৩৩,৩৯৪ জন সেবা প্রত্যাশি বিভিন্নধরণের সেবা গ্রহণ করেছেন।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ সারাদেশে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা করছে। এ সকল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ডিএমপি, সিএমপি, এসএমপি, আরএমপি, কেএমপি, বিএমপি, আরপিএমপি ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে আগত নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান, আইনগত সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পুলিশের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন এনজিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলো হতে মোট ১,২৯৩ জন ভিকটিম সেবা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিসেস-৯৯৯ চালু হওয়ার ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারছে। ফলে তাৎক্ষণিক পুলিশি সেবা প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়েরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। টোল ফ্রি ৯৯৯ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের জন্য পুলিশি সেবা অনেকাংশে সুগম করেছে।

Police Cyber Support for Women

অনলাইন ভিত্তিক হয়রানি, ইভটিজিং, প্রতারণা, হুমকি প্রদান প্রভৃতি অপরাধ হতে নারীদের সুরক্ষা ও আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ 'Police Cyber Support for Women' সার্ভিস চালু করা হয়েছে। Hotline: 01320-000888; E-mail: cybersupport.women@police.gov.bd; L:https://m.facebook.com/ PCSW.PHQ/, এর মাধ্যমে সারাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে।

Complaint Committe

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরের সকল ইউনিটে Complaint Committe গঠন করা হয়েছে। উক্ত Complaint Committe কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সজাগ রয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ পুলিশ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারা দেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দেশের থানাগুলোতে মানব পাচারের অপরাধে ৩৩২৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৮৩৭টি মামলা দায়ের হয়েছে।

একই সময়ে ৫২২ টি মামলার তদন্ত শেষে পুলিশি রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল বা টিআইপি সেল নামে বিশেষায়িত একটি সেল রয়েছে। এ সেল হতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মামলার তদন্ত পর্যালোচনা করে মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। US State Department কর্তৃক Trafficking in Person (TIP) Report-2022 প্রস্তুতের জন্য এবং Bangladesh Country Report-2022 প্রণয়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলো মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ইজতেমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

স্ক্রল নিউজ

পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে স্ক্রল নিউজ হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

ফেসবুক পেইজ

মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে আইজিপি মহোদয়ের ইভেন্টসমূহ, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম, জননিরাপত্তা এবং জনসচেতনতামূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

ইউটিউব

ইউটিউবে Bangladesh Police Channel এ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার/অর্জন

- ৩৭তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ-১টি রৌপ্য, ২ টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আর্ট (কারাত) প্রতিযোগিতা/২০২২ এ ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য, ৮টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- ট্রাস্ট ব্যাংক ২০তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা/২০২২ এ ২টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য, ১৫টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- ৩৮তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা/২০২৩ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- ২৮তম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি রৌপ্য, ১৩ টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- আন্তঃবাহিনী জুডো প্রতিযোগিতা/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি তার্ম পদক অর্জন করে।
- বাংলাদেশ পুলিশ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ (আইজিপি কাপ)-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ 'থ্রোবল (পুরুষ ও নারী) টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফল

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক থ্রোবল (পুরুষ) টুর্ণামেন্ট/২০২৩, ঢাকা ২য় স্থান অর্জন করে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক থ্রোবল (নারী) টুর্ণামেন্ট/২০২৩, ঢাকা ১ম স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'ডিউবল পুরুষ টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফল

- পেন্টান গুলার আন্তর্জাতিক ডিউবল টুর্ণামেন্ট/২০২৩ ২য় স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'ফুটভলি পুরুষ'টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফল

- ২৫তম বিশ্ব ফুটভলি (পুরুষ) চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২৩ কালিকট বীচ, কেরালা, ভারত -৬ষ্ঠ স্থান অর্জন।
- বাংলাদেশ পুলিশ বেসবল/থ্রোবল/ডিউবল/ফুটভলি/ডজবল ক্লাবের জাতীয় পর্যায়ে "পুরুষ ও নারী খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মহান স্বাধীনতা/বিজয় দিবস

- মহান স্বাধীনতা দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২ বাংলাদেশ পুলিশ কুস্তি দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ৭টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।
- মহান বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ পুলিশ বক্সিং দল ২টি রৌপ্যপদক অর্জন করে।
- মহান বিজয় দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ পুলিশ কুস্তি দল ২টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা

- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (অধস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ১৬(১) সংশোধন সংক্রান্ত (এস.আর.ও. নং-১০২ আইন/২০২৩ মূলে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সংক্রান্তে ২১ মে ২০২৩ এ প্রকাশিত)।

উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড

- নিয়োগ কার্যক্রম আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে Police Regulation, 1943 Regulation 746 (b) (iii) এবং g (iv) সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। পিআরবি, ১৯৪৩ এর প্রবিধান ৭৪৬ এর we (iii) এর সংশোধনের প্রস্তাব যৌক্তিকতাসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পিআরবি, ১৯৪৩ এর প্রযোজ্য প্রবিধান সংশোধন করা হয়।

"র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন" (র‌্যাব)

"র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন" (র‌্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে "এলিট ফোর্স" র‌্যাব এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‌্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‌্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

দেশের উন্নয়নে র‌্যাবের কার্যক্রমের প্রভাব

সাধারণ জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নয়ন, বাক স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে। দেশকে এই ভারসাম্য অবস্থানে আনতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। র‌্যাবের সকল ব্যাটালিয়নসমূহ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে র‌্যাবের অধিগত সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সমস্ত দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচী ও উৎসবে র‌্যাব ফোর্সেস নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকে।

জঙ্গি অভিযান ও গ্রেফতার

র‌্যাবের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে জেএমবি ও হুজির মত জঙ্গি সংগঠনকে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে র‌্যাবের ৬৬ টি অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ১৯০ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

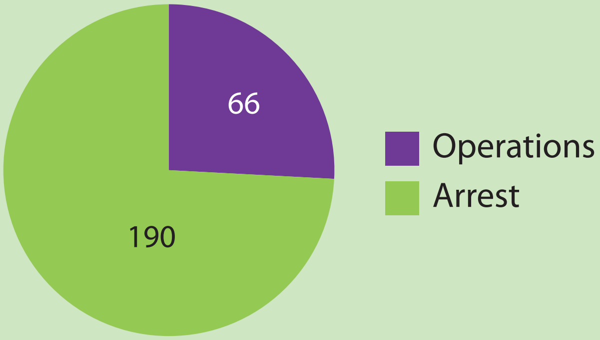

অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‌্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‌্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে র‌্যাব কর্তৃক বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

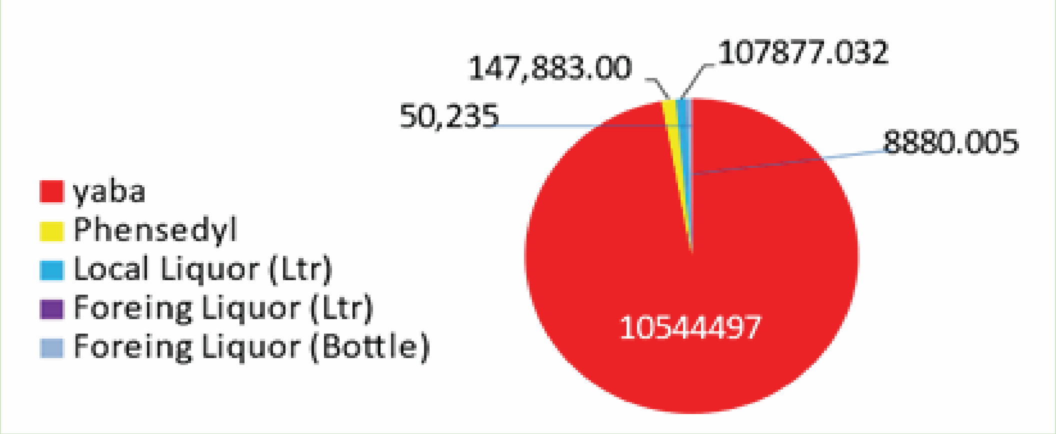

মাদক ধ্বংস করণ কর্মসূচী
র‍্যাব-১১
HAMM

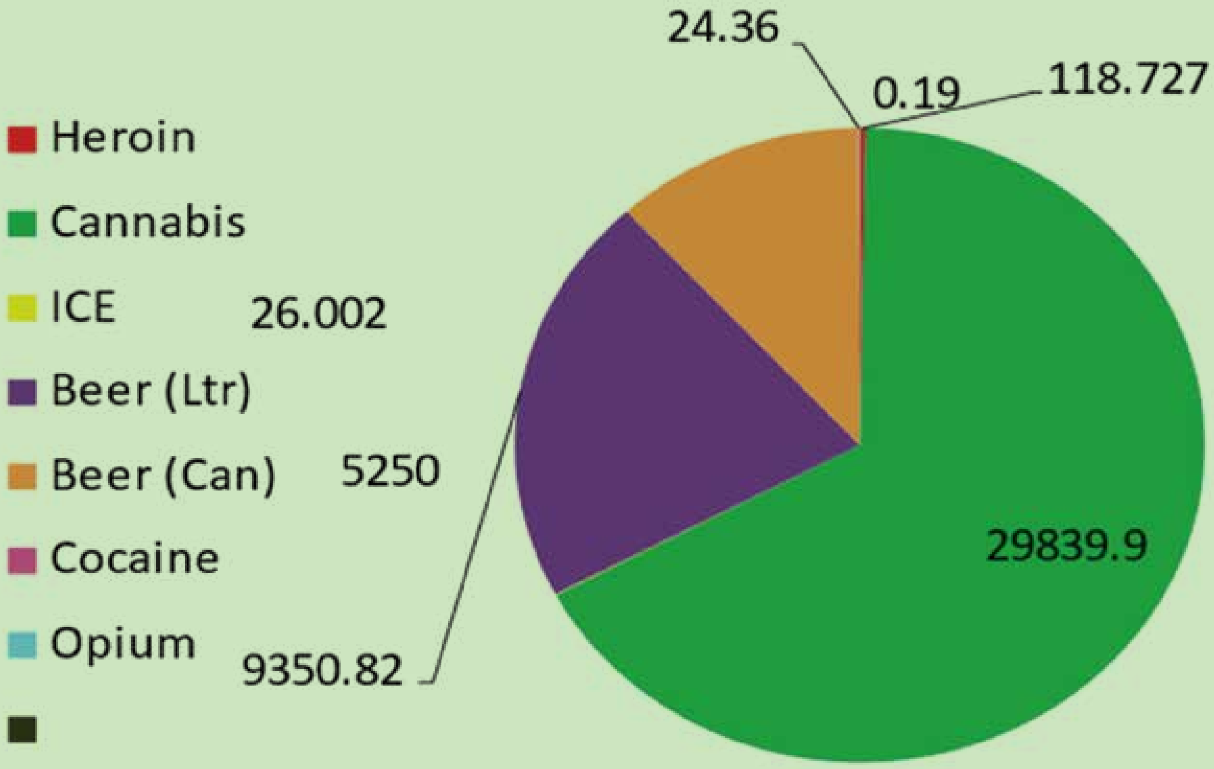
Heroin
Cannabis
ICE
Beer (Ltr)
Beer (Can)
Cocaine
Opium
24.36
0.19
118.727
26.002
5250
9350.82
29839.9

অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের সার্বিক প্রচেষ্টায় গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নিম্নরূপভাবে সফলতা অর্জন করেছেঃ

কিশোর গ্যাং গ্রেফতার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১ এবং সরকারের সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদক বিরোধী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে র‍্যাব ফোর্সেস এর সকল সদস্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পথভ্রষ্ট কতিপয় তরুনদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে র‍্যাব গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন কিশোর গ্যাং জড়িত ৩৬২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম র‌্যাব শুরু থেকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫৭৪ জন অপহরণকারী গ্রেফতার ও ১,০৪৬ জন ভিকটিম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রেফতারকৃতদের পরিসংখ্যান

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরণের অপকর্মের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীরা সাধারণ জনগণের মনে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে আসছিল। তাদের হামলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়। এসব অপরাধ নির্মূলে র‌্যাবের কার্যকর ভূমিকার দরুন সাধারণ মানুষ আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। এরূপ অপরাধ দমনে র‌্যাবের কঠোর হস্তক্ষেপে গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী ২৩,৯২৩ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' নামে খ্যাত ২২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি'র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সসৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর এর অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবেলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি'র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরা হলোঃ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন

বিজিবি দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দরবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর কোটা হতে অত্র সংস্থার অনুকূলে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিজিবি সদস্যগণের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর ন্যায় প্রাপ্য বেতন ভাতাদি অব্যাহত রেখে সেনাবাহিনীর সাথে মিশনে গমন সুযোগ রয়েছে।

বীরত্বপূর্ণ/কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদানকৃত বিভিন্ন পদকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে

১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংগে বিজিবি'র মহাপরিচালক সাক্ষাৎকালে বিজিবি'র পদকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর উপস্থাপন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির প্রেক্ষিতে পদকের সংখ্যা ৬০ (ষাট) টির স্থলে ৯০ (নব্বই) টি বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সীমান্ত সম্মেলন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে ভারত পার্শ্বে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ০২টি সীমান্ত সম্মেলন, বাংলাদেশ ও ভারত পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে ০২টি বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন এবং মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে টেকনাফে রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ০১টি সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন, মায়ানমারের নেপিডা'তে বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে ০১টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২০টি, নোডাল অফিসার পর্যায়ে ৪টি, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ১০৬টি পতাকা বৈঠক, বিওপি/ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে ৫,৪৬২টি এবং ৩৩,১৭৫টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

১৩-১৬ নভেম্বর ২০২২ ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি এবং আইজি, বিএসএফ পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন

০৭-০৯ ডিসেম্বর ২০২২ ভারতের আগরতলায় অনুষ্ঠিত রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি এবং আইজি, বিএসএফ পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন

২৫-২৬ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত টেকনাফ, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন

২৩-২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত নেপিডো, মায়ানমারে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

১৭-২১ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

১১-১৪ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নয়াদিল্লী, ভারতে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস

বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-কে আধুনিক ও বিশ্বের অন্যতম সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসেবে রূপান্তরের নিমিত্তে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১"এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৫,০০০ নতুন পদ সৃজন, ০২টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ০৩টি সেক্টর সদর দপ্তর, ২২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ০১টি কে-নাইন ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ০১টি রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, ০২টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর, ০১টি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ০১টি সীমান্ত মেডিক্যাল কলেজ, ০৬টি লজিস্টিক বেইজ এবং চুয়াডাঙ্গায় নতুন ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যেই ০১টি রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং ০২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি ব্যাটালিয়ন (সাভার ও আব্দুলাহপুর) খুব শীঘ্রই সৃজন করা হবে এবং আরও ০৫টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিজিবি ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন হলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আরও সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ঢাকার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ পার্বত্য এলাকায় নতুন ব্যাটালিয়ন এবং মোট ১৫০টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপন জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম

বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে যশোর জেলার পুটয়াখালী সীমান্তে ১৩ কিলোমিটার, সাতক্ষীরা জেলার মাদরা সীমান্তে ১১ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে ১৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তে ১০ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার, নওগাঁ জেলার হাঁপানিয়া-করমডাঙ্গা সীমান্তে ১০ কিলোমিটার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্ত পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর কন্ট্রোল/মনিটরিং রুম

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর হাইব্রিড টাওয়ার এবং সোলার প্যানেল

সীমান্তে টহল ও নজরদারিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবিতে সিপাহী পদে ১১৪৪ জন (পুরুষ-১,০৬৮ জন এবং মহিলা-৭৬ জন) এবং বিভিন্ন অসামরিক পদে ২৮১জন (পুরুষ ২৭৫ জন এবং মহিলা ৬ জন) নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটর সাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিএসপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা

ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪১২.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৮৬.৫০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪০ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

প্রশিক্ষণ:

বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিজিবি'তে ৮,৬১০ জন এবং সেনাবাহিনী'তে ১১৫ জনসহ সর্বমোট ৮,৭২৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ৯৯তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে মোট ৫৩৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও শীতকালীন প্রশিক্ষণে-০৫টি ব্যাটালিয়ন ও ০১টি কোম্পানি এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ১৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

০৭ মে ২০২৩ তারিখে বিজিটিসিএন্ডসিতে অনুষ্ঠিত ৯৯তম রিক্রুট ব্যাচ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন

পানছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩ বিজিবি) এর ব্যবস্থাপনায় ATV ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্যাডার পরিচালনা

বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য সেক্টর সদর দপ্তর, ময়মনসিংহে ‘শেখ কামাল ইনডোর স্টেডিয়াম’ নামে একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টি জিমসহ) নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরন

উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিজিবি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছেন। ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবি’র উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকান্ড ও সফলতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ

সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিজিবি কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,৫২৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৬৬ টাকা মূল্যের চোরাচালানী মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ২৭টি ভারতীয় মহিষ আটক

সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৩৭৪ পিস ভারতীয় শাড়ী আটক

সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ২১,৬০০ পিস স্কিন শাইন ক্রীম, ৫১৩ পিস জনসন মিল্ক ক্রীম এবং ১.০২০ কেজি চা পাতা আটক

কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৮৪টি শাড়ী, ৮১ টি থ্রীপিস- এবং ৫,৮০০টি বিভিন্ন প্রকার বাজী আটক

মাদক পাচার প্রতিরোধ

মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল তৎপরতা জোরদার এবং কড়া গোয়েন্দা নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৪০ বোতল ফেন্সিডিল আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৩ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ০৩ কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইন এবং ২,৮৮০ পিস ইয়াবা আটক

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক আটককৃত ৫০,০০০ পিস ইয়াবা এবং ৪ কেজি ১৭৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস

সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) কর্তৃক ০১ জন আসামীসহ ০২ বোতল এলএসডি এবং ৪১৫ গ্রাম হেরোইন আটক

স্বর্ণ উদ্ধার

সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র নিয়মিত সীমান্ত টহল/অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ২৬৮ কেজি ১৪০ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১০৯ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ১০১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি) কর্তৃক ০৩ জন আসামীসহ ১৩ কেজি ১৪৩ গ্রাম ওজনের মোট ৬১টি স্বর্ণের বার আটক

যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) কর্তৃক ০৪ জন আসামীসহ ১১ কেজি ২৯৫ গ্রাম ওজনের মোট ৫৩টি স্বর্ণের বার আটক

মানব পাচার প্রতিরোধ:

সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে ৬২ জন পুরুষ, ২০ জন নারী ও ১৮ জন শিশুকে পাচারের সময় উদ্ধার করা হয়েছে। ০৭ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ২৪ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) কর্তৃক অবৈধভাবে ভারতে পাচারকালে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধারকৃত ০৩ জন নারী আটক

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক মালয়েশিয়া গমনের উদ্দেশ্যে সীমান্তে পাচারকালে উদ্ধারকৃত ১৫ জন পুরুষ আটক

অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

বিজিবি সমগ্র বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে গত ০১ জুলাই ২০২২ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৭ টি রাইফেল, ০৩ টি রিভলবার, ৪৬ টি পিস্তল, ৭৯ টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৫৩৭৯ রাউন্ড গুলি, ৩৩ টি ম্যাগাজিন, ৬১ টি বম্ব/মর্টার শেল এবং ৯৯৩.৪০০ কেজি গান পাউডার/এক্সপোসিভ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধারকৃত ভারতীয় এয়ারগান

শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন (৪৬ বিজিবি) কর্তৃক আসামীসহ আটককৃত ভারতীয় গাদা বন্দুক ও গুলি

নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধারকৃত একনলা বন্দুক এবং বিদেশী মদ

বিজিবি মোতায়েন

দেশের দূর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বন্যা, সাইক্লোন ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের বিপর্যয় মূহুর্তে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ প্রদান, পুনবার্সন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিজিবি ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষা, বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মোতায়েনপূর্বক সক্রিয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আসছে। এছাড়াও, দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অগ্নিকান্ড নির্বাপনসহ জরুরী পরিস্থিতিতে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েনপূর্বক দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ঢাকার বঙ্গবাজার, নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এ সৃষ্ট অগ্নিকান্ড নির্বাপনে বিজিবি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণপূর্বক দায়িত্ব পালন করেছে।

বঙ্গবাজারে সৃষ্ট অগ্নিকান্ড নির্বাপনে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধার তৎপরতার কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় মোখা উপলক্ষে দূর্গতের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ভূমি বিষয়ক:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে 4 x বিওপি এবং 1 x বিওপির সংযোগ সড়কের জন্য মোট ৪.১৯ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

ক্লোদিং বিষয়ক:

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বুলেট প্রুফ হেলমেট ক্রয় করা হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৪ (চব্বিশ সেট) রায়োট কন্ট্রোল আইটেম ক্রয় করা হয়েছে

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক বর্ডার অবজারভেশন পোস্টে নতুন করে ১৭টি এরিয়াল মাস্ট টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নেটওয়ার্ক বিহীন প্রত্যন্ত বিওপি'তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট সেবা এবং টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- যোগাযোগ শাখার তত্ত্বাবধানে আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনায় গত ০৭-১১ মে ২০২৩ তারিখ VSat Terminal স্থাপন প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

- সদর দপ্তর বিজিবি পিলখানায় সপরিবারে বসবাসরত সকল বিজিবি সদস্য এবং অসামরিক কর্মচারীদের বাসস্থানে ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন চলমান।

- দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকে সহজ করার লক্ষ্যে বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার, এ্যাক্টিভ ডিরেক্টরী ও এক্সচেঞ্জ মেইল সার্ভারসহ অন্যান্য সার্ভার Rack বেসড হতে HCI (Hyper Converged Infrastructure) এ Upgration করা হয়েছে। বর্তমানে HCI সর্বাধুনিক সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে বিজিবি'র সকল অনলাইন অটোমেটিক কার্যক্রম অনেক বেগমান ও সুরক্ষিত হয়েছে।

- Report to BGB এই নামে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ কর্তৃক পাঠানো তথ্য যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালানসহ যে কোন সীমান্ত অপরাধ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি দ্রুতকার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশের সকল পর্যায়ের জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে পারবে।

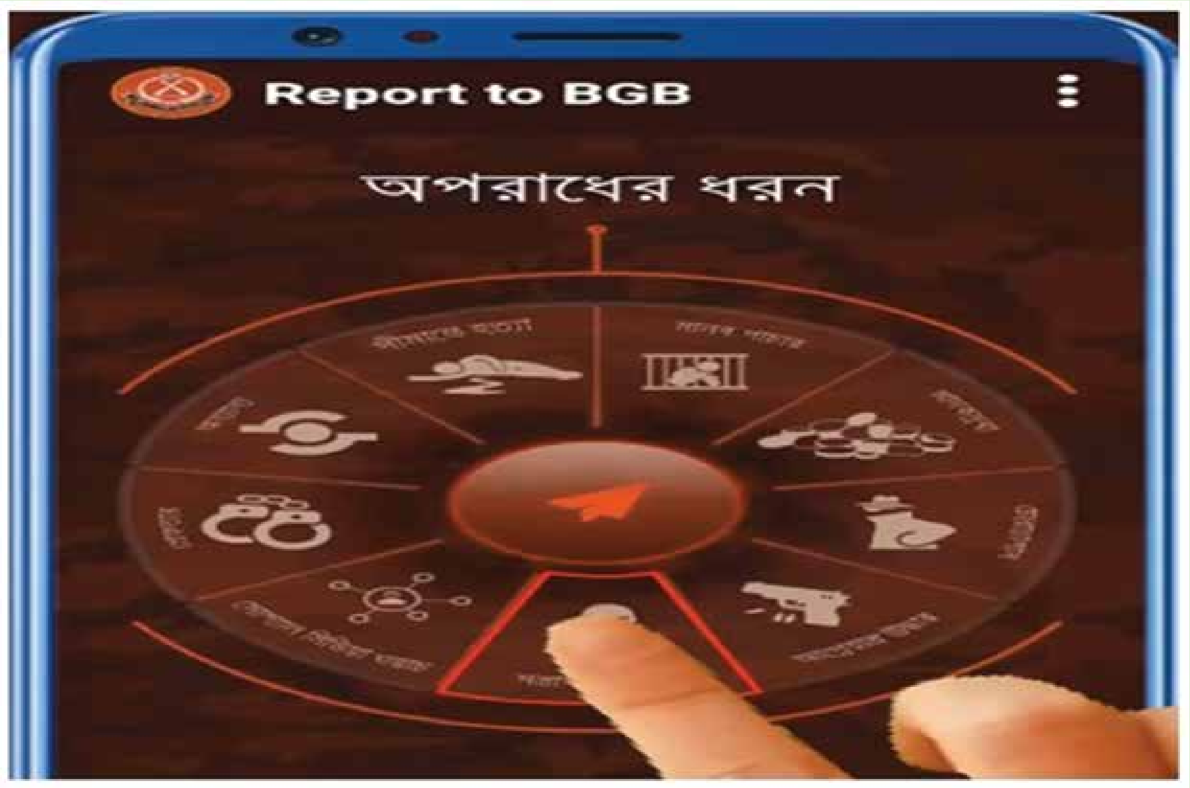

- INTEGRATED DATA & INFORMATION MANAGEMENT (iDIM) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিজিবি'র দৈনন্দিন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে নির্ভূলতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে। বর্নিত সফটওয়্যার ভারসন-১ হতে ভারসন-২ এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া হসপিটাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HMIS) সফটওয়্যার দ্বারা বর্তমানে বিজিবিতে ডিজিটাল প্রেসক্রিপসন, টেলিমেডিসিন, অনলাইন রিপোর্ট প্রদান এবং মেডিক্যাল তথ্য সংরক্ষণসহ নানাবিধ কার্যক্রম সহজেই সম্পাদিত হচ্ছে।

- ডাটা সেন্টার এর সাথে ডিআর সাইট এর সংযাগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, গতিশীল ও কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে যার ফলে পিলখানাস্থ ডাটা সেন্টারের সকল ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যশোর ডিআর সাইটে রক্ষিত হওয়ায় মাধ্যমে ডাটা সুরক্ষা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

- রেডিও লিংক এর পরিবর্তে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যমান বিজিবি'র নানাবিধ স্থাপনাসমূহের সাথে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

- বর্ডার গার্ড ট্রেনিং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল পেশার কোর্সসমূহ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ০১টি প্রশিক্ষণ সেড নির্মাণ করা হয়েছে ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

- বর্ডার গার্ড ট্রেনিং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল পেশার কোর্সসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ০১টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে।

- বিজিবি'র নিয়োগ পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন এবং স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Web Based E-Recruitment সফটওয়্যার প্রনয়ণ করা হয়েছে। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক, বিজিবি E-Recruitment সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন।

- মাইটেল এক্সচেঞ্জ একটি আইপিফোন এক্সচেঞ্জ যা পিলখানা এবং পিলখানার বাইরের সেক্টর, রিজিয়ন, ব্যাটালিয়নের আইপি ফোন এবং মোবাইল ফোনে কানেক্ট করার জন্য ব্যবহারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

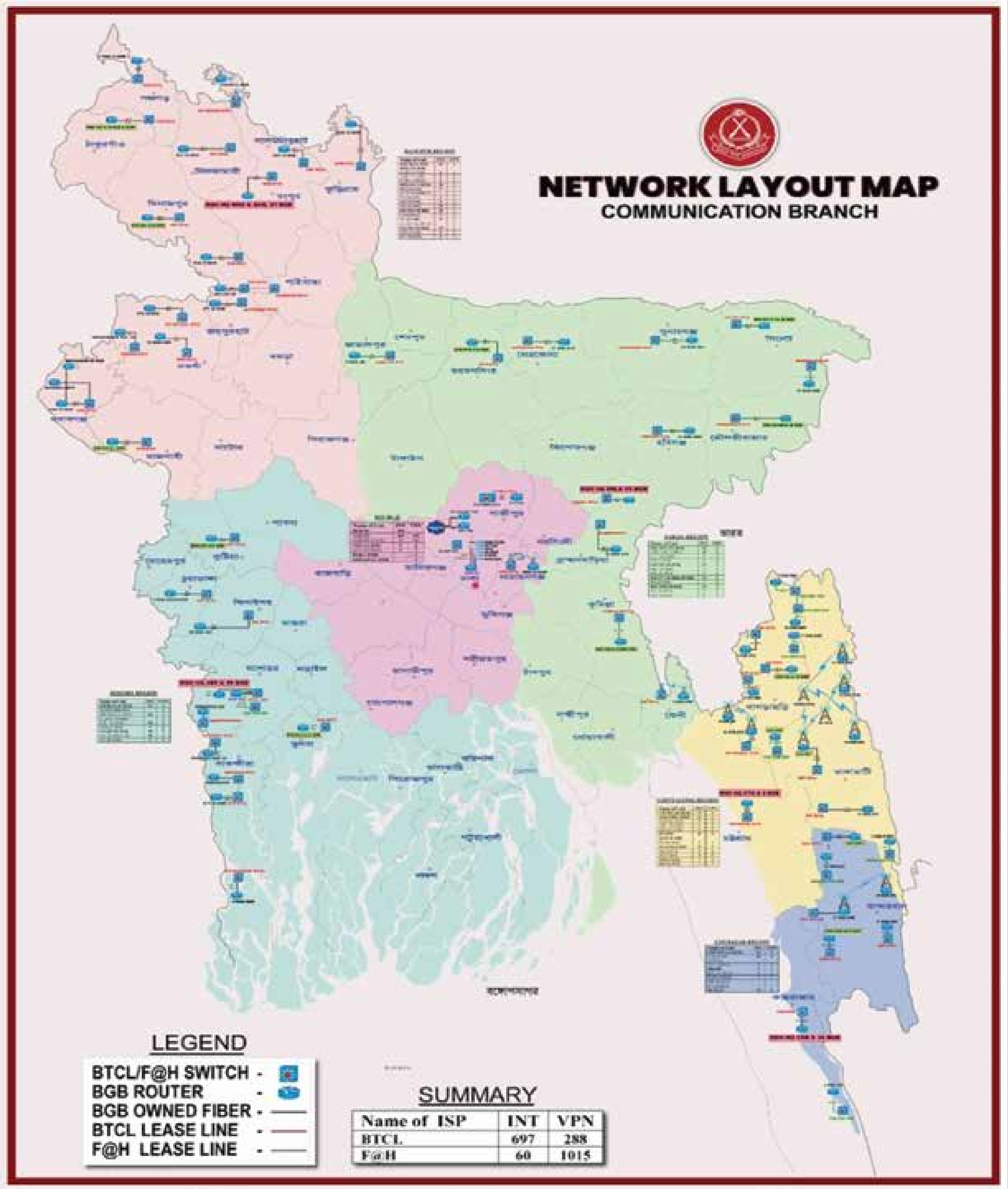

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করার জন্য ডিএমআর ভিএইচএফ রিপিটার ৫০ ওয়াট-০৫ টি, ডিএমআর ভিএইচএফ বেইজ সেট ৪৫ ওয়াট-২০ টি, ডিএমআর ভিএইচএফ ওয়াকিটকি সেট ০৫ ওয়াট-৩০০ টি, ডিএমআর ইউএইচএফ বেইজ সেট ৪৫ ওয়াট-০৫ টি এবং ডিএমআর ইউএইচএফ ওয়াকিটকি সেট ০৫ ওয়াট-২০০ টি সহ সর্বমোট ৫৩০ টি ডিএমআর সেট ক্রয় করা হয়েছে। ডিএমআর সেট দিয়ে সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড হতে সকল রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং বিওপি পর্যায়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

- ২০২৩ সালে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিজিবি'র দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোবাইল সেবা প্রদানকারী কোম্পানীসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোট ৭১টি বিটিএস স্থাপনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জনগণ এবং বিওপিতে কর্মরত বিজিবি সদস্যগণের কাছে টেলিযোগাযোগ সুবিধা পৌছে দেয়া হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ গ্রামীণফোন ও রবি এর কর্পোরেট কলরেট পূর্ণঃ নির্ধারনের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় সাশ্রয়ী কলরেট এবং ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিজিবি সদস্যগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ আইসিপি গুলোতে সার্ভেল্যান্স সিস্টেম ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। উক্ত ক্যামেরা স্থাপন করায় সীমান্তে চোরাচালান দমন ও সীমান্তে নজরদারি করা এবং অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার/অর্জন

এপিএ ও শুদ্ধাচার পুরস্কার: গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে আওতাধীন ০৬টি দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ" প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

- **বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক সংকট ব্যবস্থাপনা:** বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ-কালে বিজিবি তাদের সাথে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করেছে। এছাড়া বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

- **ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবি'র সাফল্য:** বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি'র নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং ফেডারেশন পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ২২ টি স্বর্ণ, ১৫ টি রৌপ্য ও ২২ টি তাম্র পদক অর্জন করে। এছাড়াও হ্যান্ডবল ও জুডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত 'চ্যাম্পিয়ন'হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

আন্তঃ বাহিনী জুডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত চ্যাম্পিয়ন

ওয়ালটন ফেডারেশন কাপ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে

আন্তঃ বাহিনী জুডো প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে

জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো

- **দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিজিবি কর্তৃক ড্রোন ক্রয়:** বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সীমান্ত এলাকা বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রাখা, দুস্কৃতিকারীদের কর্মকান্ড/গতিবিধি মনিটরিং করার জন্য ০২টি ড্রোন (MATRICE 30 SERIES DRONE Model No M30T (International Version) ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে ড্রোন ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন এবং বিমানবন্দর হতে ছাড়করণের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্রালাপ করা হয়।

- **আইসি/এলসিপিতে সিসি টিভি স্থাপনের পরিকল্পনা:** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নাগরিকদের যাতায়াত/গমনাগমনের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে আইসিপিসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় সকল আইসিপি'তে বিজিবি অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি যুগপৎভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আইসিপিতে বিজিবি'র কার্যক্রমকে সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবির ০৫টি আইসিপি/এলসিপি'তে সিসিটিভি স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সকল আইসিপি/এলসিপি'তে পর্যায়ক্রমে সিসিটিভি স্থাপন করা হবে।

উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড

নির্মাণ সংক্রান্তঃ

- "সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ" কাজ চলমান রয়েছে।
- "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৬২ বিজিবি) অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা"নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সৈনিক ব্যারাক এবং জেসিও'স মেস নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডাইনিং হল, কুক হাউজ এবং চিত্তবিনোদন কক্ষ নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র

চিকিৎসাঃ হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য অত্র হাসপাতালে Cath Lab স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাথ ল্যাবে ২৪৩ জন হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে (২৪৩টি CAG এবং ১০৭ টি PTCA) অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় Cancer & Chemotherapy Centre স্থাপন করতঃ প্রতি মাসে গড়ে ৭০-৭৫ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় জরুরী ডেঙ্গু রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে Fresh frozen plasma সরবরাহের জন্য Refrigratged Centrifuge Machine for blood bag ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় আধুনিক Stroke Center, Palliative HDU, Dengue Crisis Management Center স্থাপন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চুয়াডাংগা, ঠাকুরগাঁও ও গুইমারা হাসপাতালের আইসিইউ, ইমারেজেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে আধুনিক ICU Bed স্থাপনসহ সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কারের মাধ্যমে হাসপাতালসমূহ বর্তমানে সার্বিকভাবে অপারেশনাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া এর ফিজিওথেরাপী বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগের সকল যন্ত্রপাতি সচল করতঃ পূর্ণ অপারেশনাল করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগায় হাসপাতাল বিল্ডিং এর উপরে স্থাপিত ৪২ টি প্যানেল দ্বারা ৩০ টি ব্যাটারীর (১৬ পেট ২০০ এএমএইচ) সোলার প্যানেলটির দীর্ঘদিনের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে এপ্রিল ২০২৩ মাসে পূর্ণ অপারেশনাল করা হয়। যার ফলে হাসপাতালের বিকল্প বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

Cath Lab এ Operation

Cancer & Chemotherapy Center স্থাপন

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগার বিদ্যমান ইমারেজেন্সি এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট আধুনিকায়ন

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া আইসিইউ সংস্কার

০৬ মে ২০২৩ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালক কর্তৃক সাতকানিয়া হাসপাতাল পরিদর্শনে ইমারজেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ড, আইসিইউ বিভাগ, ফিজিওথেরাপী বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, রূপান্তরিত পোষ্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড সংস্কারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিজিবি মহাপরিচালক কর্তৃক ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে গুইমারা হাসপাতাল পরিদর্শন

- **বিজিবি এয়ার উইং:** ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিজিবি এয়ার উইং কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

২৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩২ বিজিবি) এর অধীনস্থ নাড়াইছড়ি বিওপি পরিদর্শন করেন

০৭ মে ২০২৩ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ৯৯তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিজিটিসিএন্ডসি গমন

০৬ মে ২০২৩ তারিখ বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে রামু ব্যাটালিয়ন (৩০ বিজিবি) এর অধিনস্থ মোড়ানীপাড়া বিওপি হতে মুমূর্ষু রোগীকে উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে ০১টি MEDEVAC মিশন পরিচালনা করা হয়

০৭ মে ২০২৩ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ৯৯তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিজিটিসিএন্ডসি গমন

১৬ মে ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন এবং ঘূর্ণিঝড় (MOCHA) এ ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা ও অনুশাসনে অনাবাদী জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অনুশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিটি রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন সদর ও অধীনস্থ বিওপি/ক্যাম্প পর্যায়ে শাক-সবজি চাষাবাদ এবং হাস-মুরগি, গবাদি পশু পালন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজস্বভাবে উৎপাদিত শাক-সবজি এবং হাস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে বিজিবি'র নিজস্ব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার সাথে মিল রেখে দেশের জনগণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

- **বনায়ন/বৃক্ষরোপন:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০২৩ এর আওতায় সদর দপ্তর বিজিবিসহ রিজিয়ন/সেক্টর/ ইউনিট সদর এবং সীমান্তবর্তী বিওপি পর্যায়ে বৃক্ষ রোপন করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে বৃক্ষ রোপনের জন্য গাছে চারা বিতরণ করা হয়। বিজিবি কর্তৃক বনায়ন/বৃক্ষরোপনের ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখছে। এছাড়াও, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন আধার সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- **মৎস পোনা অবমুক্তকরণ:** জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজিবি'র মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ এর সফল বাস্তবায়নে বিজিবি মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী পালন করে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষে বিজিবি'র রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি নিজস্ব পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিজিবি সীমান্ত আলোকিত প্রকল্পের আওতায় সীমান্তের প্রান্তিক জনসাধারণকে চোরাচালান হতে দূরে সরে এনে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতে উদ্বুদ্ধকরণঃ

- সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে চোরাচালান এর কুফল সম্পর্কে প্রেষণা প্রদান/গণশুনানী/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নিয়মিত মত বিনিময় সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

- সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তা (সেলাই মেশিন, রিক্সা, ভ্যান, টিউবওয়েল, গবাদি পশু, ঢেউটিন ইত্যাদি) প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে।

- বিজিবি সদস্যগণ সীমান্তে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অবৈধ মাদকদ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজের সুস্থ বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

- বিএসএফ/বিজিপি (এমপিএফ) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের সাথে এদেশের প্রান্তিক জনসাধারণের সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানব পাচার রোধ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ৩৯ হাজার ৬২৯টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ৫,১২০ কোটি ৮৭ লক্ষ ০৭ হাজার ৭৩১ টাকার অধিক মূল্যের অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আওতায় উপকূলবর্তী এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার, চোরাচালান, মানব পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে ২৩,৫৭৫টি অভিযান এবং অপহৃত জেলে/বাওয়ালী উদ্ধারে শতভাগ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ১৭২টি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দুর্যোগকালীন মাইকিংসহ জনসচেতনতামূলক প্রচার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শতভাগ উদ্ধার ও সেবামূলক কার্যক্রম এবং উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ৪০টি মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ৭৭৩ জন সামরিক/অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ সুরক্ষায় ০৮টি পরিবেশ সুরক্ষা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান

শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রায় ৬৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২৩ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (স্টেশন পাগলা) কর্তৃক আটককৃত শাড়ি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (স্টেশন বরিশাল) কর্তৃক আটককৃত শাড়ি

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২২টি অবৈধ অস্ত্র, ৪৬০ রাউন্ড তাজা গোলা, ৩৮ রাউন্ড ব্যাংক কার্টিজ ও ১০৩টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে। এছাড়াও ২৮২ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (বেইস ভোলা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (কয়রা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযান

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রায় ৫,০৫১ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬০৮ টাকা অর্থমূল্যের ২,৭৫,৫৯৪ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৫৬,৯৯,৬১,২৭৫ মিটার কারেন্ট জাল, ১৬,৬৩,১৮,৮৭৩ মিটার অন্যান্য জাল, ১৮,৩৯,০২৬টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ১৪১,৫৯,৭০,৫৩১ পিস চিংড়ি পোনা, ৩,০৫,৬৯৩ কেজি জেলি পুশকৃত চিংড়ি, ৪২৫টি বোট, ১০৬৫ জন জেলে আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (চাঁদপুর) কর্তৃক আটককৃত কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (গজারিয়া) কর্তৃক আটককৃত জাটকা মাছ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২০,৮০,৩৮২ পিস ইয়াবা, ১২,৪৩৪ ক্যান বিভিন্ন প্রকার বিয়ার, ১,৮৪৬ ক্যান/বোতল হুইস্কি, ৯৮ বোতল ফেনসিডিল, ১,৯০২ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার দেশীয়/বিদেশি মদ, ৩ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস এবং ১১২ কেজি ৫৭০ গ্রাম গাঁজা আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (সেন্টমার্টিন্স) কর্তৃক আটককৃত বিভিন্ন প্রকার দেশি/বিদেশি মদ/বিয়ার এবং ইয়াবা

বনজ সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা অভিযান

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রায় ৭৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০০ টাকার প্রায় ২৭১০.৬৭ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার কাঠ, ৭,৪২৬ কেজি পলিথিন ব্যাগ, ০১টি তক্ষক, ৪০৭.৪০০ কেজি হরিণের মাংস, ০৬টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (স্টেশন কয়রা) কর্তৃক
আটককৃত হরিণের মাংস

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন কর্তৃক
আটককৃত হরিণের মাংস

অপহৃত জেলে উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৬জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালীকে উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন কর্তৃক উদ্ধারকৃত
অপহৃত জেলে/ব্যবসায়ী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন কর্তৃক উদ্ধারকৃত
অপহৃত জেলে/ব্যবসায়ী

উদ্ধার অভিযান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত ১৬৫ জন যাত্রী/ক্রু, ৩৭৮ জন জীবিত জেলে, ৭১টি মৃতদেহ ও ১০টি বোট উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন কর্তৃক
উদ্ধারকৃত জেলে

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন (আউটপোস্ট চরমানিকা) কর্তৃক
উদ্ধারকৃত মৃতদেহ

বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক অনুপ্রবেশ রোধ

সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৯০ জন বাংলাদেশি ও মায়ানমার নাগরিক, ২৩ জন দালাল ভাসানচর হতে পলায়নকালে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন (কন্টিনজেন্ট ভাসানচর) কর্তৃক আটককৃত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক

বন্দর নোঙ্গর এলাকায় ও ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে পরিচালিত টহল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বন্দর নোঙ্গর এলাকায় ও ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে পরিচালিত টহল ও অভিযান পরিচালনার ফলে বন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে পূর্বের তুলনায় অধিকহারে বৈদেশিক জাহাজ আগমন করে। এর ফলশ্রুতিতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বন্দর এলাকার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টহল অভিযান

উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন

কোস্ট গার্ড তার দায়িত্বপূর্ণ উপকূলবর্তী এলাকায় উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় কোস্ট গার্ড সদস্য মোতায়েন করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন নির্বাচনে মোতায়েন

দুর্যোগকালীন মাইকিং ও জনসচেতনতামূলক প্রচার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগকালীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সকলের আস্থা অর্জন করে।

ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগকালীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসচেতনতামূলক প্রচার ও আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণকারী

উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলবর্তী মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে মন জয় করে নিয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ রোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জোনের অধিনস্ত সকল স্টেশন/ আউটপোস্ট তৎসংলগ্ন এলাকার মাঝিদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও সভা সেমিনারের মাধ্যমে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ রোধে পরিচালিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ

কোস্ট গার্ডের প্রতিটি সদস্যকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জোনসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জোনসমূহের ব্যবস্থাপনায় প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ

পদক ২০২৩ প্রদান

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের পদক প্রদান করা হয়।

"জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৩" এর পদক প্রদান

মৎস্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত চাঁদপুর জেলা টাস্ক ফোর্স" জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৩ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুর জেলা টাস্ক ফোর্স এর গর্বিত সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত ছিল।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য 'THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF RESCUE CAPACITIES IN THE COASTAL AND INLAND WATERS' শীর্ষক প্রকল্প:

■ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৩০৩৫৮.৯৪ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট এবং ০৪টি ২০ মিটার অয়েল পল্যুশন কন্ট্রোল বোট নির্মাণ শেষে অত্র বাহিনীর বিভিন্ন জোনে সংযোজিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও তেল নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ও পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় দূষণ রোধ করে। প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০ মিটার জাইকা রেসকিউ বোট

১০ মিটার জাইকা রেসকিউ বোট

চলমান প্রকল্পসমূহ

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলা'শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৫৮৪৪০.৭০ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০২টি স্লিপওয়ে, ০৫টি ওয়ার্কশপ (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিসহ), ০১টি বোট ইয়ার্ড ও ইয়ার্ড সার্ভিস ফ্যাসিলিটি, ০১টি ফুয়েল স্টোরেজ ডিপো এবং ০১টি প্রশাসনিকভবনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৫৭%। বাকি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অফিসার্স মেস ও এডমিন বিল্ডিং

জেসিও ও নাবিক ব্যারাক

নির্মাণাধীন ওয়ার্কশপ

নির্মাণাধীন স্লিপওয়ে

জাহাজ/বোট সংযোজন: বর্তমান সরকারের শাসনামলে গত ২০২২-২০২৩ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে নিম্নলিখিত জলযানসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে

- **০২টি পন্টুন সংগ্রহ:** রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোস্ট গার্ড-এর বিদ্যমান জাহাজ ও বোটসমূহ নিরাপদে বার্থিং করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর বিভিন্ন বেইজ, স্টেশন ও আউটপোস্টে ০২টি ৮৫ মিটার পন্টুন নির্মাণকরত সংযোজন করা হয়েছে।
- **০২টি হারবার প্যাট্রল বোট:** রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০২টি হারবার প্যাট্রল বোটের নির্মাণ কার্যক্রম ডিইডবিউ লিঃ, নারায়ণগঞ্জে চলমান রয়েছে।
- **Training Boat:** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ব্যবহারের জন্য UNODC কর্তৃক Donation হিসেবে ০১ টি Training Boat সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০২টি প্রকল্পের আওতায় তৈরী ০৫টি জাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠান

২১ জুন ২০২৩ তারিখে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ০২টি আইপিভি বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা, বিসিজিএস জয় বাংলা ও ০২টি টাগ বোট বিসিজিটি প্রত্যয়, বিসিজিটি প্রমত্ত এবং ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন বিসিজিএফসি শক্তি এর কমিশনিং করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও, উক্ত কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ ও মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও অসামরিক অথিতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনিং অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ

০২টি আইপিভি বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা ও বিসিজিএস জয় বাংলা

০২টি টাগ বোট বিসিজিটি প্রত্যয় ও বিসিজিটি প্রমত্ত

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (১ম সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্প

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গজারিয়া মুন্সিগঞ্জে পেটার ও পেইন্ট ওয়ার্কশপ, মেশিন, এসি ও রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কশপ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

গজারিয়া মুন্সিগঞ্জে পেটার ও পেইন্ট ওয়ার্কশর্প মেশিন, এসি ও রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কশপ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (১ম সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্প

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গজারিয়া মুন্সিগঞ্জে স্লিপওয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

গজারিয়া মুন্সিগঞ্জে স্লিপওয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় জলযান ক্রয় খাত হতে ০২ টি হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ক্রয়/নির্মাণ

গত ১৭ এবং ১৮ মে ২০২৩ ডিইডবিউ লিঃ, নারায়ণগঞ্জ নির্মানাধীন এইচপিবিদ্বয়ের লঞ্চিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

০২ টি হারবার প্যাট্রল বোট এইচপিবি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় জলযান ক্রয় খাত হতে ০২ x ৮৫ মিটার ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়) আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ক্রয়/নির্মাণ

০৩ এপ্রিল ২০২৩ পন্টুনসমূহ খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক নির্মাণ পরবর্তী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট মুরিং কার্যক্রম সম্পন্নকরত হস্তান্তর করা হয়।

০২ x ৮৫ মিটার ফ্ল্যাট ডেক পন্টুন (বড়)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৩ (২৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী) উদযাপন এবং বিসিজি স্টেশন লক্ষ্মীপুরে নবনির্মিত ০২টি ভবন উদ্বোধন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (স্ব-শরীরে) পদকপ্রাপ্তদের বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ/সেবামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ পদক প্রদান করেন। এছাড়াও ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে স্টেশন লক্ষ্মীপুরে নবনির্মিত ০২টি ভবন এর উদ্বোধন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্টেশন লক্ষ্মীপুরে নবনির্মিত ০২টি ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও অসামরিক অথিতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৩ (২৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী) উদ্‌যাপন এবং বিসিজি স্টেশন লক্ষ্মীপুর উদ্বোধন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের গৌরবময় যাত্রা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৮তম প্রতিষ্ঠার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কার্যক্রমসমূহের সফলতা সংক্রান্ত প্রকাশনা 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের গৌরবময় যাত্রা' (Glorious Journey of Bangladesh Coast Guard) প্রকাশিত হয়।

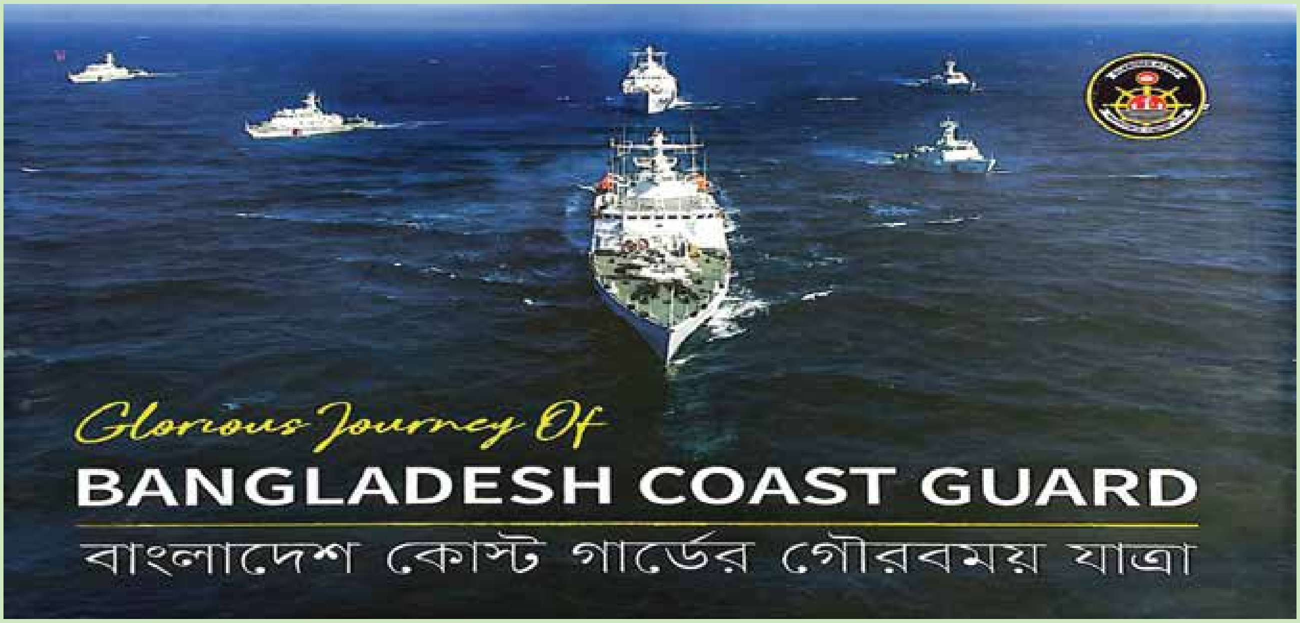

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের গৌরবময় যাত্রা

বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন করেন। জাতির জনকের স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চির অম্লান রাখতে বঙ্গবন্ধুর শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, রাজস্ব, কর, শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, বৈদেশিক বানিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা, স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্মভিত্তিক এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা বই বঙ্গবন্ধু কর্ণারে স্থান পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার-কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন

VSATNET স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তোরোত্তর উন্নতিসাধনের জন্য গত ১১ মে ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করে। যার ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষনীয়।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২২ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল জাহাজ যাতে সমুদ্র হতে পোতাশ্রয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তার জন্য জরুরিভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সাথে যুক্ত হওয়ার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ এর সঠিক কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশান-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক, গত ২৩ অক্টোবর ২০২২ VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সাথে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করে যা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কর্মকান্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিক সহায়তা প্রদান করবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর বেশির ভাগ স্টেশন এবং আউট পোস্টসমূহ মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত। বর্তমানে জোনসমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়ায় যোগাযোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কর্মকান্ড ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেম এর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কর্মকান্ডকে সচল রাখবে এবং অটুট যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও কোস্ট গার্ড এর জাহাজসমূহের বিভিন্ন অপারেশন সরাসরি কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর হতে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আইপি বেইজড এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে করা হবে বিধায় যোগাযোগ হবে অনেক নিরাপদ এবং দ্রুত।

VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেমে Mesh-Topology ব্যবহার করা হচ্ছে বিধায় পরবর্তীতে Hybrid-Topology তে উন্নীত করা সম্ভব হবে। যার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে একযোগে দেশ রক্ষার্থে অবদান রাখবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেমের ম্যান প্যাক টার্মিনাল ব্যবহার করে প্রত্যন্ত দুর্যোগপূর্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশী পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী সমুদ্রপথে হয়ে থাকে।

তাই আমদানী ও রপ্তানী কাজে ব্যবহৃত সকল প্রকার দেশী ও বিদেশি জাহাজসমূহের নদী ও সমুদ্রপথে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে তথা দেশের অর্থনীতির প্রবাহ অব্যহত রাখতে VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেম বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের মূল জীবিকা এবং রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও অন্যান্য বহু অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এ সকল মৎস্য ও খনিজ সম্পদ রক্ষায় VSATNET এর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে অপারেশনাল কর্মকান্ডকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে।

ভৌগলিক অবস্থান ও দীর্ঘ ৭১০ কিঃ মিঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থাকায় সমুদ্র ও নদী পথে চোরাচালান বেশী হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং মংলা আগত বিদেশী ও দেশী জাহাজসমূহের নিরাপত্তা প্রদান, সুবিশাল সুন্দরবনের পর্যটক, মৌয়াল, চিংড়ি চাষী, মাঝি ও অন্যান্য জনগনের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপনের সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

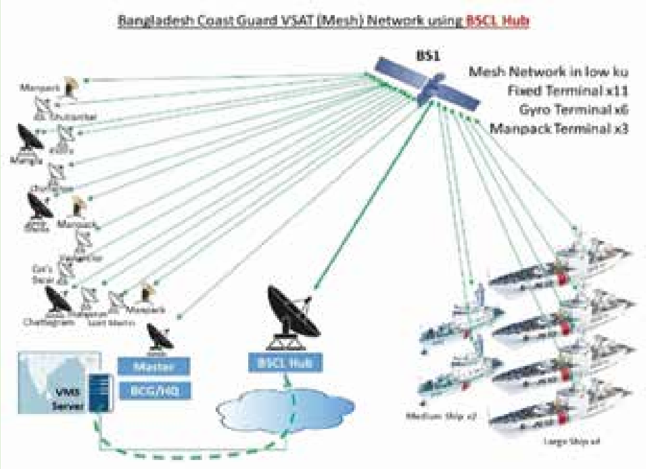

VSATNET কমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপন

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক সদর দপ্তর গার্ড রুম উদ্বোধন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের আওতাধীন কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সদর দপ্তরের গার্ড রুম নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজ শেষে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উক্ত গার্ড রুমের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর গার্ড রুম উদ্বোধন

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে ৫ তলা ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের আওতাধীন কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে বিদ্যমান ৫ তলা ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা নির্মাণ কার্য চলমান রয়েছে।

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে বিদ্যমান ৫ তলা ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

বিসিজি বেইস ভোলার ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের আওতাধীন বিসিজি বেইস ভোলা অপারেশনাল কর্মকান্ড বিবেচনায় একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বেইস। অত্র বেইসে ১৪ জন অফিসার, কম/বেশি ৫২১ জন নাবিকসহ ২২ জন অসামরিক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। পূর্বে অফিসার ও নাবিকদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য একটি সিকবে ছিল যেখানে চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। দ্বীপ জেলা ভোলায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নদীপথ হওয়ায় জরুরি মূহুর্তে নিকটস্থ সিএমএইচ এ রোগী পরিবহন কষ্টসাধ্য। সার্বিক দিক বিবেচনায় ভোলায় কর্মরত নাবিকদের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত অর্থ বছরে বিসিজি বেইস ভোলায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি মাননীয় মাহাপরিচালক কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

বিসিজি বেইস ভোলা ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্থ বিসিজি বেইস মোংলা সংলগ্ন নতুন অধিগ্রহণকৃত ৪.২৪ একর জমির ভূমি উন্নয়ন ও নদীর ভাঙন রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক কাজ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্থ বিসিজি বেইস মোংলাতে পশুর নদী সংলগ্ন নতুন ৪.২৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত অধিগ্রহণকৃত নিচু জমিতে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি উন্নয়ন ও নদী সংলগ্ন ভূমি সীমানায় নদী ভাঙনরোধ প্রকল্পে জিও ব্যাগ ডাম্পিং, বৃক্ষ রোপণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিসিজি বেইস মোংলাতে পশুর নদী সংলগ্ন নতুন ৪.২৪ একর জমি অধিগ্রহণ

বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ানে, বিসিজি স্টেশন কৈখালী ও কয়রাতে অধিগ্রহণকৃত ভূমি সীমানায় আরসিসি পিলারসহ কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের কাজ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অধীন বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ান ৩.৭ একর, বিসিজি স্টেশন কৈখালীতে ২০.২৭ একর এবং বিসিজি স্টেশন কয়রাতে ১৪ একর ভূমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি সীমানায় পশু প্রাণীর বিচরণ রোধসহ সরকারি জমি অবৈধ দখল মুক্ত রাখার লক্ষ্যে ভূমি সীমানা বরাবর আরসিসি পিলারসহ কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন করা হয়।

বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ান ও স্টেশন কৈখালীতে ভূমি সীমানা বরাবর আরসিসি পিলারসহ কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন

বিসিজি স্টেশন রূপসার সাব-স্টেশন বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্ত বিসিজি স্টেশন রূপসাতে সাব-স্টেশন বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ করা হয়।

স্টেশন রূপসাতে সাব-স্টেশন বিল্ডিং এর নির্মাণ

বিসিজি বেইস মোংলা এনেক্স এ বিদ্যমান সেইলর্স আবাসিক ভবনের (৫ম হতে ৭ম তলা) উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্থ বিসিজি বেইস মোংলা এনেক্স এ বিদ্যমান সেইলর্স আবাসিক ভবনের (৫ম হতে ৭ম তলা) উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ মে ২০২৩ মাসে শুরু হয়েছে। উক্ত আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিদ্যমান ১২টি ফ্ল্যাট এর সাথে আরও ১২টি নতুন ফ্ল্যাট যুক্ত হবে যা অত্র জোনের আবাসন ব্যবস্থাকে আর সমৃদ্ধ করবে বলে প্রতিয়মান।

বিসিজি বেইস মোংলা এনেক্স এ বিদ্যমান সেইলর্স আবাসিক ভবনের (৫ম হতে ৭ম তলা) উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন VISIT BOARD SEARCH AND SEIZURE (VBSS) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) কর্তৃক ০৪ টি VBSS Course বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে পরিচালিত হয়। উক্ত কোর্সসমূহে বোর্ডিং অপারেশন্স সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি যেমনঃ বোর্ডিং টিমের গঠন, বোর্ডিং পদ্ধতি, অনুসন্ধান কৌশল, উদ্ধার কার্য পরিচালনা, বাণিজ্যিক জাহাজে জলদস্যুদের মোকাবেলা, মাদকবাহী জলযান প্রতিহত করা, বহিঃনোঙ্গর প্যাট্রোলিং পরিচালনা এবং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত উৎকর্ষতা এবং সার্বিকভাবে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা উপকূলীয় এলাকায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশে এবং বিদেশে VBSS কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	দেশ	কোর্স সংখ্যা	কর্মকর্তা	নাবিক	মন্তব্য
১।	স্বদেশ	০৪	১৮	৩৪	
২।	বিদেশ	০৪	০৭	১০	

VBSS Practical Training – BCG BASE AGRAJATRA

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় MEDICAL FIRST RESPONDER SEMINAR (MFRS) পরিচালনাঃ

ঢাকাস্থ US Embassy'র PACOM Augmentation Team (PAT) কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী Medical First Responder Seminar (MFRS) প্রশিক্ষণটি বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে কর্মরত ০৬ জন কর্মকর্তা ও ২৩ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত সেমিনারে প্রশিক্ষণার্থীদের রক্তক্ষরণ, শ্বসন, সঞ্চালন, মাথার আঘাত, পোড়া, শ্বাসনালীর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত উৎকর্ষতা এবং সার্বিকভাবে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

Medical First Responder Seminar (MFRS) – BCG BASE AGRAJATRA

স্বদেশ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণ দেশে বিভিন্ন অভিযানে পুলিশ, র‌্যাব, নৌ-পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, ফায়ার সার্ভিস, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, মৎস্য অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, বন্দর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি বাহিনী/সংস্থার সদস্যদের সাথে দায়িত্ব পালন করে। উক্ত দায়িত্ব পালনে প্রত্যেক কোস্ট গার্ড সদস্যগণ নিজস্ব স্বকীয়তা, পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভাবমূর্তি উন্নত করতে সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রতিবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কোস্ট গার্ড সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বেইস অগ্রযাত্রায় পরিচালিত কোর্সসমূহের বিবরণ নিম্নরুপঃ

বেসিক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে আগত নতুন নাবিকদের এবং নতুন যোগদানকৃত অসামরিক কর্মচারীদের কোস্ট গার্ড সম্পর্কে সম্পূরক ধারণা প্রদানের নিমিত্তে কোস্ট গার্ডের একমাত্র প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার মেরিটাইম সেইফটি ও মেরিটাইম সিকিউরিটি স্কুলের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে নূন্যতম একটি করে বেসিক ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে মূলত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন-২০১৬, ফৌজদারী কার্যাবিধি, দন্ডবিধি ও সাক্ষ্য আইন, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, মৎস্য আইন, কাস্টমস্ এ্যাক্ট, অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬, কোস্ট গার্ড অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১০, আন-আর্মড কমব্যাট (খালি হাতে আত্মরক্ষা) প্রশিক্ষণ এর উপর প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫৭২ জন নাবিক এবং ৩৩ জন অসামরিক কর্মচারীর বেসিক ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করেছে।

বেসিক ওরিয়েন্টশন ক্লাস - বিসিবি বেইস অগ্রযাত্রা

আন-আর্মড কমব্যাট (খালি হাতে আত্মরক্ষা) প্রশিক্ষণ

Life Guard & First Aid Course

Life Guard & First Aid Course-এ নদী/সমুদ্র তীরবর্তী জনগনের বিপদকালীন সময়ে উদ্ধার প্রক্রিয়া এবং তৎপরবর্তী প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিচালিত ০২ টি কোর্সে মোট ২০ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন।

Life Guard & First Aid Course এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

Disaster Management Course

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধস, দাবানল, খরা, মহামারী, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ ও করণীয় সমন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০২টি কোর্সে মোট ৩০ জন নাবিক উক্ত কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

দুর্যোগ মোকাবেলায় মডেল রুমে ব্রিফিং-বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা

BASIC COMPUTER COURSE

কোস্ট গার্ড সদস্যদের Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, e-Mail প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য কোর্সটি পরিচালনা করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০২টি কোর্সে মোট ৩০ জন নাবিক উক্ত কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

Basic Computer Course এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

SEA PORT INTERDICTION COURSE

উক্ত প্রশিক্ষণে বাণিজ্যিক জাহাজ পোর্টে আগমণ/ বহির্গমণ নীতিমালা, জাহাজের মালামাল খালাস সংক্রান্ত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নীতিমালা, অবৈধ অস্ত্র বহনকারী জাহাজ চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০১ টি কোর্সে মোট ১৫ জন নাবিক উক্ত কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা

পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষায় জোনাল কমান্ডার ঢাকা জোন কর্তৃক বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। উক্ত বৃক্ষেরোপণ কর্মসূচীতে মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহোদয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কোস্ট গার্ডের সকল জোনসমূহ কর্তৃক বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীন জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধিতে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক কারিগরি ও মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশষে নিরাপত্তা প্রদান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল ক্ষেত্রে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহীদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীরই আনসার কমান্ডার ছিলেন। দেশের গৌরবময় ইতিহাসে অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেহেরপুরের মুজিবনগরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। প্রায় ৪০ হাজার রাইফেল নিয়ে এ বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৪ জন কর্মচারী ও ৬৫৭ জন আনসার সদস্যসহ সর্বমোট ৬৭০ জন অকুতোভয় বীর সদস্যরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে উপহার দেন আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ১ জন সদস্যকে 'বীর বিক্রম' এবং ২ জন সদস্যকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৬ সালে গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) ও ১৯৮০ সালে গঠিত শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) একীভূত হয়ে প্রায় ৬৩ লক্ষ সদস্য-সদস্যার সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনী দেশের বৃহত্তম বাহিনী। দেশের জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসবে আনসার সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা সহায়তা, জঙ্গিবাদ এবং মাদক প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'কে ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ সম্মান 'জাতীয় পতাকা' প্রদান করেন। এছাড়াও ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর ০৩ (তিন) বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ২০০৪ সালে এ বাহিনী 'স্বাধীনতা পদক' অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, গত ২০২০ সালে "বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০" বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১৩৩টি স্বর্ণ, ৮০টি রৌপ্য এবং ৫৭টি তাম্র পদক পেয়ে টানা ৫ম বারের মত ধারাবাহিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- জননিরাপত্তামূলক কোনো কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
- দেশের যে কোন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা;
- সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন কাজ পরিচালনা করা হবে;
- এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরি, মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরকরণে সার্বিক সহায়তা করে থাকে এ বাহিনী।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জিত সাফল্য

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে:

- গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৪৭৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার ও ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৯টি ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- উপপরিচালক হতে পরিচালক-০৩ জন, এবং উপমহাপরিচালক হতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক-০১ জনসহ মোট ০৪ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
- ব্যাটালিয়ন আনসার হতে ল্যাঃ নায়েক ৮৭৭ জন, ল্যাঃ নায়েক হতে নায়েক ৮২১ জন, নায়েক হতে হাবিলদার ৭২০ জন, হাবিলদার হতে এপিসি ৫৪৮ জন এবং এপিসি হতে পিসি ১৪১ জনসহ মোট ৩১০৭ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাহিনীর ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ০৩ জন, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ১৩ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী (প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা) ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
- ২১তম ধাপে অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ ও মহিলা) স্থায়ীকরণ করা হয়েছে ৩৭১ জন।
- আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৭৮ জনকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- সহকারী প্লাটুন কমান্ডার ৩০ জন ও ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ) ৯৯ জনসহ মোট ১২৯ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যদের এনএসআইতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালে ০১ জন অ্যানেসথেটিস্ট ও ০১ জন কনসালটেন্টসহ (মেডিসিন) মোট ০৬ জন চিকিৎসক পদায়ন করা হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩৩ টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ১7টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ৫টি তে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টিতে অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- পিসি/এপিসি/আনসার সদস্যদের দৈনিক ভাতাদি (দিন ভিত্তিক) ও উৎসব ভাতা বৃদ্ধির মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।
- নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা রক্ষায় সারাদেশে রুপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অঙ্গীভূত আনসার মোতায়েনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত "সমঝোতা স্মারক (MOU)" নবায়ন করা হয়েছে।

বাহিনীর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে:

- বাংলাদেশে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আনসার ব্যাটালিয়নের হাবিলদার, নায়েক ও ল্যান্স নায়েক পদবির আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ বাহুর পরিবর্তে কাঁধে পরিধানের প্রচলন করা হয়।
- আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ৩৮৫টি পদ স্থায়ীকরণ করা হয়।
- ১৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, রুমা, বান্দরবান এর সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ৩৫৬ নং পলি মৌজায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ৯.৫৭ (নয় দশমিক পাঁচ সাত) একর 'খ' ও 'গ' শ্রেণির জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যের ক্ষেত্রে:

- **পোশাক ক্রয়ঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্য উইন্টার কোট (কম্ব্যাট) ৭৯০০ টি, উইন্টার কোট (জলপাই) ২০,০০০ টি, জঙ্গল বুট (সবুজ) ৭৮০ জোড়া, জঙ্গল বুট (কম্ব্যাট) ১২০০০ জোড়া, বুট ডিএমএসএ গ্রেড ১৪০০০ জোড়া, বুট ডিএমএস বিগ্র গ্রেড ৩৮৪০০ জোড়া, ওয়েব বেলট ৭১৪০০ টি, ভিডিপি শাড়ী ১,৫৯,৩০০ টি ক্রয় করা হয়েছে।

- **অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ** অত্র বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য লোহার চারপায়া (সিঙ্গেল) ১০০০ টি, লোহার চারপায়া (ডাবল ডেকার) ৩০০টি ক্রয় করা হয়েছে।
- **যানবাহন ক্রয়ঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র বাহিনীতে জিপ ২৪টি, পিক-আপ (ডাবল কেবিন) ০৬টি, পিক-আপ (সিঙ্গেল কেবিন) ০১টি, কার ০১টি, মোটর সাইকেল ৭৭টি সহ মোট ১০৯টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- **চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৮০৯৩ টি হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন এবং ৭৩২৬ টি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ক্রয় করে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, বিভিন্ন রেঞ্জ এবং আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৩১৮ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্রয় করে বিভিন্ন রেঞ্জে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাফল্য

- জরায়ুমুখে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য অত্র বাহিনী ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য পাইলটিং প্রকল্প হাতে নিয়েছে,
- বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ চালু করা হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট আউটডোর ৯৩৯৯৪ (তিরানব্বই হাজার নয়শত চুরানব্বই) জন, ইনডোর ৯৩৯৪ (নয় হাজার তিনশত চুরানব্বই) জন রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ল্যাবরেটরীতে মোট ৬৩৫১ (ছয় হাজার তিনশত একান্ন) জন রোগীর ৯৯১৬ (নয় হাজার নয়শত ষোল) টি পরীক্ষা করা হয়েছে।
- ৯ (নয়) টি রেঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে
- আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ১১৫৭জন সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ইউনিটের পোশাক ভাতা পরিশোধের জন্য 'পোশাক ভাতা কোড' (৩১১১৩১৫), শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য 'শুদ্ধাচার কোড' (৩২৫৭১০৬) এবং আনসার ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজিপুরে পদক প্রাপ্তদের অর্থ পরিশোদের জন্য 'পদক ভাতা কোড' (৩১১১৩৩৪) নামে ০৩(তিন)টি নতুন অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করার পাশাপাশি এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রেঞ্জ, ব্যাটালিয়ন, জেলা, উপজেলা ও থানা কার্যালয়ে সময়মত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, রুমা, বান্দরবান এর সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ৯.৫৭ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহনের জন্য ৪,৫৫,৯৬,১৯৬/- (চার কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশত ছিয়ানব্বই) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

কল্যাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে

- এ বাহিনীর বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে ২৭৬৬১ জনকে ২৫,৯০,৮৮,৭৫১.০০ প্রদান করা হয়েছে।
- আনসার-ভিডিপি সদস্যদের ১৬১ জন সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩২০০ জন দরিদ্র-অসহায় আনসার-ভিডিপি সদস্যদের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১১৮টি অভিযান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অর্জন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩৭১৯ জন, কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ৩৪৯৭ জন, ব্যাটালিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ-৭৭২৬ জন, সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ- ২২৭৯ জন অংশগ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-০৪ জনসহ সর্বমোট ১৯,৯৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া দল' ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫১ টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৩৪১ টি স্বর্ণ, ২৪৮টি রৌপ্য এবং ১৯৬টি তাম্র পদকসহ মোট ৭৮২ টি পদক পেয়ে ২৮টিতে চ্যাম্পিয়ন, ১৫টিতে রানার্স আপ এবং ৫টিতে ৩য় স্থান অর্জন করে।

বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন (সমাপ্ত)

- কল্যাণ তহবিল থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত অর্থ মঞ্জুরী নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন;
- বিভাগীয় বাসা/রেস্ট হাউজে অবস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন ;
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতীয় সমাবেশ পুরস্কার নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন ;
- আনসার অফিসার্স মেস-কক্সবাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন ;
- ডিজি'স এক্সাম্পারি গুড সার্ভিসেস ব্যাজ নীতিমালা-২০২৩ (ডিজি'স ব্যাজ নীতিমালা) প্রণয়ন ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- ভিডিপি সদস্যদের অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, প্রশিক্ষণার্থীদের Online Certificate Issue & Verification System (CIVS) চালুকরণ এবং বাহিনীর কর্মরত সকলের জন্য Ansar-VDP Management & Information System (AVMIS) সফটওয়্যার তৈরি করা হবে।
- প্রত্যেক গ্রামে/ওয়ার্ডে সক্রিয় ভিডিপি প্লাটুন প্রস্তুত করে জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পার্বত্য অঞ্চলে অপারেশনাল বেইজ ক্যাম্পের অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং জনবলের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন (ব্যারাক, কিচেন কাম ডাইনিং, টয়লেট ব্লক ও বাথরুম ব্লক, নিরাপদ পানি সরবরাহ, সোলার প্যানেল, কাটাতারের সীমানা বেষ্টনী, নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ) প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল রেঞ্জ, জেলা, ব্যাটালিয়ন এবং উপজেলার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে আধুনিক রেডিও টেলিকমিউনিকেশন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
- আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৫টি জেলায় আনসার ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাকি ৩৯টি জেলায় একটি করে আনসার ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমির সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং দুইটি সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ঢাকায় এবং আগারগাঁও ও উত্তরায় সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত জমিতে মাল্টিপারপাস বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চলমান প্রশাসনিক কার্যক্রম

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে ৬৪টি পরিচালক এবং ৬৪ টি সহকারী পরিচালক পদসহ মোট ১২৮ টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে "আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২৩" প্রণয়ন এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান পদসমূহকে ৯ম গ্রেডে এবং উপজেলা প্রশিক্ষক/ উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষিকা পদকে ১২তম গ্রেডে উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক ০২টি পদবির ৯৮৪টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন- ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ এ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদেরকে সংসদীয় নির্বাচন পদক প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে (টিওএন্ডই) নতুন ০১টি মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আনসার ব্যাটালিয়নের জন্য যানবাহন প্রমিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের নবগঠিত ০২টি পুরুষ ব্যাটালিয়ন এবং ২টি মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন সহ মোট ০৪টি ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ১টি গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনের জন্য ৮০১টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে একটি সাপোর্ট উইং গঠনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প "কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব (টিপিপি)" অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের (উপজেলা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা) ভূতাপেক্ষভাবে উচ্চতর গ্রেড প্রদানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কার্যক্রম

- **বিভিন্ন নির্বাচনে মোতায়েনঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচন (জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপনির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, জেলা পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন) উপলক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃংখলা রক্ষায় মোট ২,৫৪,১৯০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্বপালন করেন।

বিভিন্ন নির্বাচনে মোতায়েনকৃত আনসার সদস্য

- **স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ** পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ২,৫৪০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্বপালন করেন।
- **দুর্গাপূজায় মোতায়েনঃ** শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২২ উপলক্ষ্যে ৩২,১২২টি পুজামন্ডপের নিরাপত্তায় ১,৮২,১৭৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়।

দুর্গাপূজায় নিরাপত্তার দায়িত্বে অংশগ্রহণকারী আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ

- **'অষ্টমী স্নান'-২০২২ উপলক্ষ্যে আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েনঃ** নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন লাঙ্গলবন্দে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'অষ্টমী স্নান' ২০২২ উপলক্ষ্যে আইনশৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি ২৭ মার্চ ২০২3 হতে ০৩ দিনের জন্য মোট ৪1৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আনসার ও ভিডিপি সদস্য অংশগ্রহণ

- **সিত্রাং মোকাবেলায় অংশগ্রহণঃ** অক্টোবর/২০২২ মাসে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবেলায় উপকূলীয় জেলা বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা ও ফেনী জেলার সোনাগাজীতে প্রায় ৩,৫৫৮টি আশ্রয়কেন্দ্রে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রী ও আনসার কোম্পানী/প্লাটুন কমান্ডারসহ প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) আনসার ও ভিডিপি সদস্য ঘূর্ণিঝড়ের আগে জনসাধারণকে সতর্কীকরণ, আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে উদ্ধার তৎপরতায় নানাবিধ সহযোগিতা করেছেন।
- ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবিলায় প্রায় আড়াই লাখ আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ১৭২৯২জন স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করা হয়েছে।

- **জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযানঃ** জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী ২৪৯৯ টি অভিযান চালিয়ে ২,৫৮,৩৫,৮৫৫/- (দুই কোটি আটান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা জরিমানা আদায়ে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।
- সমতল এলাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীনে ৪৫৭৬টি টহল ও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযান

- ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ঢাকা মহানগরীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৩৬ জন পুরুষ ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য এবং ৬৪ জন মহিলা ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ও ৫০০ (পাঁচশত) জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন রিজার্ভসহ সর্বমোট ৪০০০ (চার হাজার) সদস্য সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় অংশগ্রহণ

২০২৩ সালে ঢাকার বঙ্গবাজার ও নিউ সুপার মার্কেট এ আগুন নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৯ জন কর্মকর্তা সহযোগে বিভিন্ন পদবির ১৯৭ জন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের সদস্য এবং ৩২২ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করেছেন।

নিউ সুপার মার্কেট এ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনসার সদস্য

- **ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য মোতায়েন:** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় যেমন, আরআরআরসি কার্যালয়,কক্সবাজার, ভাষানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্প, নোয়াখালী, পদ্মা বহুমুখী সেতু, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাগেরহাট, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনা ইত্যাদিতে ৪৫৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
- **বিভিন্ন সংস্থায় নিরাপত্তা প্রদান:** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সংস্থায় নতুন করে ১৫৬টি গার্ড অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন করে ২৩৬৯ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ২১১৫ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও স্বল্পকালীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ১৭৯টি গার্ড ও ৩১২৫ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েনের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রদান:** সরকারি/বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তা বিধানে ৫৪১৩১ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নিরাপত্তা বিধানে ১৯৬১৭৮ জন (ব্যাটালিয়ন আনসার, অঙ্গীভূত আনসার ও আনসার-ভিডিপি সদস্য) মোতায়েন করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও স্থাপনায় নিরাপত্তায় আনসার সদস্য

পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণ কার্যক্রমে আনসার বাহিনী: পার্বত্য এলাকায় যৌথ ও একক টহল/অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি'র সাথে ১০২৮০টি টহল ও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ।

অপারেশন উত্তরণ কার্যক্রমে আনসার বাহিনী

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনাবাসিক ভবন খাত এ সমাপ্ত কার্যক্রম: বিগত অর্থবছরসহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনাবাসিক ভবন খাতে ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এস এম ব্যারাক ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ, মডেল উপজেলা অফিস ভবন, উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণসহ মোট ৩৬টি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

এস এম ব্যারাক ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ: অনাবাসিক ভবন খাতের আওতায় নিম্নবর্ণিত ০৭ টি এস এম ব্যারাকের উর্দ্ধমুখি সম্প্রসারণ করা হয়েছে; (১) কিশোরগঞ্জ জেলা (২) কুমিল্লা রেঞ্জ (৩) পিরোজপুর জেলা (৪) নওগাঁ জেলা (৫) খাগড়াছড়ি জেলা (৬) নালিতাবাড়ি ব্যাটালিয়ন (৭) পটিয়া ব্যাটালিয়ন

নালিতাবাড়ি ব্যাটালিয়নের এস এম ব্যারাক

পটিয়া ব্যাটালিয়নের এস এম ব্যারাক

- **মডেল উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ:** আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন দৃষ্টিনন্দন উপজেলা অফিসের প্রোটো-টাইপ প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়। সে মোতাবেক ০৯ টি মডেল উপজেলা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

(১) বাঘা, রাজশাহী (২) তানোর, রাজশাহী (৩) লোহাগড়া, নড়াইল (৪) তজুমুদ্দিন, ভোলা (৫) আগৈলঝাড়া, বরিশাল (৬) গৌরনদী, বরিশাল (৭) দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় (৮) নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ (৯) ইসলামপুর, জামালপুর

মডেল উপজেলা অফিস (১) বাঘা, রাজশাহী (২) তানোর, রাজশাহী উদ্বোধন

মডেল উপজেলা অফিস দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

মডেল উপজেলা অফিস তজুমুদ্দিন, ভোলা

সদর দপ্তরের জামে মসজিদ: সদর দপ্তরের জামে মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সদর দপ্তরের জামে মসজিদ

- **অনাবাসিক ভবন খাতে চলমান কার্যক্রম:** বর্তমানে আরও ১৪ টি উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে; (১) মিরসরাই, চট্টগ্রাম (২) কালিগঞ্জ, সাতক্ষিরা (৩) বামনা, বরগুনা (৪) বাবুগঞ্জ, বরিশাল (৫) উজিরপুর, বরিশাল (৬) মুরাদনগর, কুমিল্লা (৭) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ (৮) গোপালগঞ্জ সদর (৯) দোহার, ঢাকা (১০) নিকলি, কিশোরগঞ্জ (১১) মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর (১২) আশাশুনি, সাতক্ষিরা (১৩) কয়রা, খুলনা (১৪) কাউখালী, পিরোজপুর।
- **জেলা কার্যালয় নির্মাণ:** জেলা পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কার্যালয় নির্মাণের প্রোটো-টাইপ নকশা অনুমোদন করতঃ ১ম পর্যায়ে ০৬টি (সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল) মডেল জেলা কার্যালয় নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।
- **রেঞ্জ কার্যালয় নির্মাণ:** রেঞ্জ পর্যায়ে সমন্বিত রেঞ্জ কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রোটো-টাইপ নকশা অনুমোদন করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ০১টি (রাজশাহী) রেঞ্জ কার্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রেঞ্জ পর্যায়ে সমন্বিত রেঞ্জ কার্যালয় নির্মাণের প্রোটো-টাইপ নকশা

- **আবাসিক ভবন খাত এ সমাপ্ত কার্যক্রম:** বিগত অর্থবছরসহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আবাসিক ভবন খাতে ১০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে অফিসার্স মেস, সেমিপাকা ব্যারাক, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য লোকস্ট হাউজ নির্মাণসহ মোট ১৪ টি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- **অফিসার্স মেস নির্মাণ:** বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে দৃষ্টিনন্দন ও স্থাপত্যশৈলী সিনিয়র অফিসার্স মেস নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালীন সময়ে আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন, আধুনিক ও যুগপোযোগি অফিসার্স মেস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ইতোমধ্যে ০৪ টি অফিসার্স মেস নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; (১) পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় (২) নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর (৩) পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা (৪) চট্টগ্রাম রেঞ্জের ফয়েজ লেক প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ০৪ টি সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে; (১) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা (২) সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩) সৈয়দপুর জেলা (৪) চুয়াডাঙ্গা জেলা।
- **প্রোটো-টাইপ লো-কষ্ট হাউজ নির্মাণ:** ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের জন্য প্রতিটি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে প্রোটো-টাইপ লো-কষ্ট হাউজ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ইতোমধ্যে ০৩ টি লোকস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন এর লোকস্ট হাউজ

- **অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার খাত এ সমাপ্ত কার্যক্রম:** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে ৪০.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১১৭ টি মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার খাত এ সমাপ্ত কার্যক্রম:** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার খাতের আওতায় ৪.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৬ টি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:** আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্রাগার (১ম পর্যায়ে ৪০ টি) নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মূল্যমান টাঃ ৬৪.৬৮ কোটি।

- **সমাবেশ উদযাপন:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সালে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সমাবেশে উপস্থিত হয়ে প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন এবং সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে কেক কেটে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর
৪৩ তম জাতীয় সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন

- **বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম:** বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিসহ দেশের সকল আনসার ব্যাটালিয়ন, জেলা, উপজেলা ও ক্লাব-সমিতিগুলোতে মোট ২০,২০০টি ফলজ, বনজ ও ভেষজ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২

- **পুরস্কার প্রদান:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এই বাহিনীর ৩৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

- **শুদ্ধাচার পুরস্কারঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৫৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- **শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ৫৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সভাঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ০৪টি রেঞ্জ কার্যালয়ের অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণ সভা

- **কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর, একাডেমি, রেঞ্জ ও জেলা কার্যালয়সমূহে মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাহিনীর কার্যক্রম

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্য নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কিছু কার্যক্রম চলমান আছে ঃ

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে HRM System এর Database Server এবং Application Server এর জন্য তিনটি সেবা যথাক্রমে ০১টি 8CPU_16G RAM_50G Storage এবং ০২টি 4 CPU_8G RAM_ 50G Storage বিসিসি হতে গ্রহণ করে আসছে। যার অধিক সুরক্ষার জন্য বর্তমানে ১ম ব্যাকআপ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং ২য় ব্যাকআপ Cloud Server Backup Service (CSDR) যশোরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- **Online Recruitment :** Autofill Application System প্রচলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্থায়ী ও অস্থায়ী নিয়োগ কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৯টি ক্যাটাগরিতে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
- Physical Infrastructural Development and Managment System নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রকৌশল শাখার কাজকে অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সফটওয়্যারটি বর্তমানে পরক্ষীমূলকভাবে চালু আছে।
- Bangladesh Ansar VDP Welfare Managment System নামে সদর দপ্তর ওয়েলফেয়ার শাখায় একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে, যাতে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে তার অনুদান সংক্রান্ত যেকোনো সেবার আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া প্রশাসন (কিউ) শাখার জন্য Socpe of work (SoW) For Ansar CRM নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রশাসন (কিউ) শাখার কাজকে আরও সহজ ও দ্রুততার সহিত অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে।
- **ডি-নথিঃ** স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল সরকারী দপ্তরে ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে ডি-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাহিনীর বিবিধ উল্লেখযোগ্য/উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৩ উপলক্ষ্যে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও বাহিনীর উন্নয়নসমূহ তুলে ধরে নাটিকা প্রস্তুত হয়েছে; যা বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।
- বাহিনীর অনুষ্ঠিত জাতীয় সমাবেশের যাবতীয় কার্যক্রমের ছবি ও সংবাদ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরে আনসার ভিডিপি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম লিফলেট ও পোস্টার আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে; যা বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে সারা দেশে বাহিনীর সদস্যরা বৃক্ষরোপন করেছে এবং তা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল/ভাস্কর্য নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- বাহিনীর মহাপরিচালক মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভ্রমণ, পরিদর্শন ও বিভিন্ন কার্যাবলীর সংবাদ/তথ্য ও ছবি মাসিক প্রতি ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং বাহিনীর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য অফিসে ব্যবহারের নিমিত্তে বিভিন্ন ইউনিটের চাহিদার প্রেক্ষিতে ল্যাপটপ কম্পিউটার ৫৬ টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার ৩২১ সেট, কালার প্রিন্টার ১৪ টি, প্রিন্টার (সাধারণ) ১১৯ টি, স্ক্যানার ৬২ টি, ইউপিএস ১৩৪ টি, সিপিইউ ০৮ টি, ফটোকপিয়ার মেশিন ২৪ টি, এলইডি ৪৩" টেলিভিশন ৬৮ টি বিতরণ করা হয়েছে।
- অফিসে ব্যবহারের জন্য ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল ১৯ টি, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ৭৫ টি, ফুল সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২৩ টি, হাফ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২৫ টি, স্টীলের আলমারী ১০০ টি, ফাইল কেবিনেট ১০০ টি, স্টীলের র‌্যাক ৫০ টি, কম্পিউটার চেয়ার ৯৭ টি, কম্পিউটার টেবিল ১০০ টি, কুশন/ভিজিটর চেয়ার (হাতাওয়ালা) ৭৬২ টি, কুশন চেয়ার (হাতাছাড়া) ৫৬২ টি বিতরণ করা হয়েছে।

- সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের আনসার কমান্ডার ও দলনেতা/দলনেত্রীদের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২১৫২ টি বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে এবং ভিডিপি সদস্যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৪২৬ টি সেলাই মেশিন (পা-চালিত) বিতরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রাধিকার অনুযায়ী প্রাপ্য বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কম্ব্যাট টিসি কাপড়, জলপাই টিসি কাপড়, মেরুন টিসি কাপড়, কালো টিসি কাপড়, জলপাই রং শাড়ি, বুট ডিএমএস, অক্সফোর্ড স্যু, কালো স্যু (মহিলা), পিটি স্যু (কালো), উলেন কম্বল, মশারী, রেইনকোট, গ্রাউন্ডসিট, ডুরিস কটন, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, হেলমেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য নতুন নকশার কম্ব্যাট পোশাক, পিটি স্যু (কম্ব্যাট) এর পরিবর্তে পিটি কেডস্ ও ট্রাউজার বিতরণ করা হয়েছে এবং ভিডিপি সদস্যাদের নতুন নকশার শাড়ীর প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গীবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ৮(১) ধারা মোতাবেক বিগত ২৫.০৩.২০১০ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত এ্যাক্টের বিধানাবলী অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯ জুন ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থার ১৭টি প্রথম শ্রেনির, ২৫টি ২য় শ্রেনির, ২০০টি ৩য় শ্রেনির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ১২ জন ১ম শ্রেনির, ১১ জন ২য় শ্রেনির, ১১৮ জন ৩য় শ্রেনির এবং ২৮ জন ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৬৯ জন) কর্মরত আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮৮টি মামলায় ৩৩০ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৫৩টি মামলায় ১৪২ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৯৭ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ১৮৮ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ১৬টি মামলায় ১৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩৩৫৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।

তদন্ত সংস্থা ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৬ (ছয়)টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে। যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	চূড়ান্ত অর্জন ২০২২-২৩	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম
মানবতা বিরোধী মামলার অনুসন্ধান ও তদন্ত	সাক্ষী হাজির	সংখ্যা	১৫৮	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
-	আলামত সংগ্রহ	সংখ্যা	১০০	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
-	চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন	সংখ্যা	০	বিজ্ঞ আদালত
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাস সংরক্ষণ	মামলার নথি আর্কাইভে সংরক্ষণ	সংখ্যা	০	আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী, রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত তদন্ত সংস্থার কাজকে আরো গতিশীল ও সেবার মানবৃদ্ধিতে মাসিক সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজের গতিশীলতা ও সেবার মান বৃদ্ধির ফলে তদন্ত সংস্থা নিম্নরূপ সাফল্য অর্জন করেছে।

ক্র: নং	তদন্ত সংস্থার কার্যক্রম	সংখ্যা
১	বিচারকাজ সম্পন্ন মামলার সংখ্যা	৪১টি
২	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	৯৬টি
৩	তদন্ত সম্পন্ন মামলার সংখ্যা	৭৮টি
৪	তদন্ত সম্পন্ন মামলার আসামীর সংখ্যা	৩২৩ জন
৫	আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	২৫ জন
৬	মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীর সংখ্য	৭০ জন
৭	২০ বছর সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	০১ জন
৮	মৃত্যুদন্ড কার্যকর সংখ্যা	০৬ জন
৯	গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা	১৬১ জন

নিষ্পত্তিকৃত মামলা

নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৫টি
নিষ্পত্তিকৃত মামলার আসামীর সংখ্যা	২২ তন্মধ্যে ০৩ জন এ্যাপিলেট ডিভিশনে আবেদন করেছেন
তদন্ত প্রতিবেদন প্রশিকিউশনে দাখিলের সংখ্যা	০৬ টি
রায় ঘোষিত মামলার সংখ্যা	০৫ টি
তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা	০১ টি

২১ মে ২০২৩ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন মেম্বারগণের তদন্ত সংস্থার অফিস পরিদর্শন

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল সংস্থা। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এই সংস্থাটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী, তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকার নির্ধারিত অন্যান্য সংস্থাসমূহকে আইনানুগ Interception এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

এনটিএমসি'র ডাটা সম্প্রসারনের নিমিত্ত ১৭টি কম্পেনেন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ সংস্থায় VOIP System 100% এবং GEO Location System 50% স্থাপন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন

সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার (SOC) এর কার্যক্রম: এনটিএমসি এর সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার গত এক বছরে সর্বমোট ২,৫৫,২৬,০৫২ (দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার বায়ান্ন) টি অনাকাঙ্খিত স্ক্যান এবং অভ্যন্তরীণ ডিভাইস (ওয়ার্কস্টেশন এবং সার্ভার) সমূহে ২,৪২৪ (দুই হাজার চারশত চব্বিশ)টি সাইবার হামলা শনাক্ত ও প্রতিহত করেছে।

অবৈধ VOIP Call Detection, Blocking and Fraud Management Solution স্থাপন: বাংলাদেশে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অবৈধ VOIP ব্যবসা চলছে এবং তা বর্তমানে আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটির তরুণ প্রজন্ম এবং দ্রুত বর্ধণশীল অর্থনীতি VOIP প্রদানকারীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাজার হবার কারণে লাইসেন্স বিহীন VOIP প্রদানকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং অবৈধ VOIP Call এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে অবৈধ VOIP Call এর কারণে সরকার বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান VOIP Fraud নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিলেও পরিপূর্ণভাবে কোন প্রতিষ্ঠান তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় নাই। বর্তমান সরকারের অর্থায়নে এনটিএমসি কর্তৃক VOIP Fraud Management Solution সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ফলশ্রুতিতে অবৈধ VOIP Call Blocking and Fraud Management Detection কার্যক্রম সহজতর হয়েছে। সরকারী রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ এবং অবৈধ VOIP কলের পরিসংখ্যান দৈনিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রদান করার সক্ষমতা রয়েছে।

জিও লোকেশন সিস্টেম: এনটিএমসি কর্তৃক গৃহীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ "জিও লোকেশন সিস্টেম"। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনাক্রমে, অপরাধীদের নির্ভুল অবস্থান দ্রুত শনাক্তকরণের মাধ্যমে ত্বরিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্ম অতীব জরুরী ও আবশ্যক। জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টেলিজেন্ট এনালাইসিস করার সক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। প্ল্যাটফর্মটির আওতায় পুরো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা থাকবে এবং যেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন এর অতীত সময়ের অবস্থানগত তথ্য উপাত্ত বিশেষণের মাধ্যমে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম থাকবে। বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাসমূহ সরাসরি এটি ব্যবহার করে অপরাধের স্থান দ্রুততার সাথে নির্ণয় করতে পারবে।

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম (NIP): রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে সকল গোয়েন্দা, তদন্তকারী সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের অর্থায়নে এনটিএমসি'র নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে ২০১৯ সালে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম (NIP) এর কাজ শুরু করা হয়।

NIP সিস্টেমে সংযুক্ত তথ্য ভান্ডার: উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থা তথ্য যাচাই-বাছাই এবং কোরিলেশন করতে সমর্থ হচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন ডাটাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিসম্পর্কে প্রোফাইলিং করা যাচ্ছে যা তদন্ত কার্যক্রমে অত্যন্ত সহায়ক। NIP সিস্টেম এ বর্তমানে জাতীয় পরচিয়পত্র, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন, শিক্ষা, বিআরটিএ, ফিন্যান্স ডিভিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক, ভূমি মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, মোবাইল অপারেটর ও বিটিসিএল ল্যান্ডফোনসহ আরো অনেক ডাটাবেজসহ সংযুক্ত রয়েছে।

স্যাটেলাইট ফোন মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং গভীর সমুদ্রে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে অপরাধ বেড়েই চলেছে। স্যাটেলাইট ফোন এর গুরুত্ব অনুধাবন করে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশেষণ এবং আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহকে অপরাধ দমন ও তদন্তকার্যে সহযোগিতার জন্য বর্তমান সরকারের অর্থায়নে স্যাটেলাইট ফোন মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত স্যাটেলাইট ফোন থুরায়া, ইনমারস্যাট ও ইরিডিয়াম সিস্টেমকে মনিটরিং এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। স্যাটেলাইট ফোন মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাশার ঘাটি এর অভ্যন্তরে বরাদ্দকৃত এলাকায় তিনটি সি ব্যান্ড এন্টিনা এবং এনটিএমসি প্রাঙ্গনে পাঁচটি এল ব্যান্ড এন্টিনা স্থাপন করা হয়েছে।

এনটিএমসি'র উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ফলে অপরাধীদের দ্রুত শনাক্তকরণসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা দেশের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। VOIP System স্থাপনের ফলে অবৈধ VOIP Call Blocking and Fraud Management Detection এর মাধ্যমে সরকারের বিপুল পরিমাণে রাজস্ব ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

(পরিশিষ্ট-ক)

২০২২-২৩ অর্থ বছরের জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২২টি প্রকল্পের জুন ২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি (কোটি টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয়	জুন /২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি	জুন ২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত	জুন ২৩ পর্যন্ত ব্যয়	জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতির %	
							আর্থিক	বাস্তব
পুলিশ অধিদপ্তরের ১৫টিঃ								
১.	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩)	২২৬.২২৯৮	২১৫.৮৪১৩	১০.০০	৭.৬০	৭.৪২৩৮	৯৫%	৯৬%
২.	বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	১৫১.৬৫৮৬	১১৯.৮৯৫৮	২৯.৮২	১২.৮২	১২.২০৩৮	৭৯%	৯০%
৩.	সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	৩০৯.৪৮২৯	৭৮.৯৪৮৯	২৬.৪৫	২২৪.৮৭	২১৮.৬২৫৯	৩৫%	৮০%
৪.	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ (নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	৯৭৫.৫৬০৪	৪২৯.৩৪৯৯	১৫১.১৮	৯২.৮৩	৯২.৭৫২১	৪৮%	৭৮%
৫.	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	৯২৭.৩৪৮৪	৩৪২.৩৭৬২	১৩৫.০০	৫৫.০০	৫৪.৯৬৪৭	৪০%	৭০%
৬.	বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আর্ন্তাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ (সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	৩৫৪.১৬০৭	৬৭.৯৯৬৬	৬০.০০	৫১.০০	৫০.৯২৯৯	২৭%	৩৫%
৭.	বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	১১৮.৬৭২২	৪০.০৩২১	৪৫.০০	১১.২৫	১১.২০৫	৪০%	৬৫%
৮.	বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন(এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ) পুলিশ লাইন নির্মাণ জানু:২০১৭-জুন ২০২৩)	২৪৯.১৬৫৮	১৪৫.১৬৮১	৬৬.০০	৫০.০০	৪৩.৫৯৯১	৬৮%	৯৫%
৯.	হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সেপ্টে: ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	২৪৪.২১২১	৪৯.৯০৩১	১০০.০০	৬২.৫০	৬১.৩৫৭৫	৩৬%	৭০%
১০.	৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০২৩)	৭৪৪.৬৯২১	৫২১.৫৫১০	৮০.০০	৭৩.২৪	৭৩.০৩৫৩	৭৪%	৮৭%
১১.	র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	৪৯৫.১০৪১	১২৭.৭৮৭৭	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৮৯৬৭	৩০%	৪০%
১২.	র‍্যাব এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি (নভেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	১৬.৮৪০৬	১২১.৬৪৭৮	১২৫.১৩	৫৩.৭৬	৩৮.৬৩৫	৩৮%	৪৩%
১৩.	র‍্যাবের আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (ডিসেঃ ২০১৮ হতে জুন ২৪)	১০৩৩.৯৮৪০	২৪৩.১৪৪২	৫০.০০	৩.০০	২.১৬৮৭	২৪%	২৮%
১৪.	বাংলাদেশ পুলিশ এর চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন হাসপাতাল স্থাপন, বিদ্যমান হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং অপরাধ তদন্তের ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই। (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩)	৪.৪৫	০.০০	৪.৪৫	৪.৪৫	৪.৪০৩৯	০%	২৫%
১৫.	বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাধীন ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩)	৪.৯০	০.০০	৪.৯০	৪.৯০	৪.৭০৭১	০%	২৫%
	উপ-মোট (পুলিশ) =	৬১৫৬.৪৬১৭	২৫০৩.৬৪২৭	৯১৭.৯৩	৭৩৭.২২	৭০৫.৯০৮৫		-

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয়	জুন /২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি	জুন ২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত	জুন ২৩ পর্যন্ত ব্যয়	জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতির %	
							আর্থিক	বাস্তব
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (০২টি):								
১৬.	সীমান্ত এলাকায় ৭৩টি আধুনিক/কম্পোজিট বর্ডার অবজারভেশন পোষ্ট (বিওপি) নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	২৩৩.৫২০০	১৩৬.৩৮৮	৬৯.১৬	৬৮.১৬	৬৬.০৫৫৯	৮৬.৫৪%	৮৮%
১৭.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ(৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	২৩৭.২১০০	৫০.০০	৩৫.৮৬	৩১.০০	৩১.০০	৩৪%	৪০%
	উপ-মোট (বর্ডারগার্ড) =	৪৭০.৭৩	১৮৬.৩৮৮	১০৫.০২	৯৯.১৬	৯৭.০৫৫৯	-	-
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (০৩টি):								
১৮.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইন্টেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	৫৮৪.৪০৭০	৫৮.৪৪৮৬	৯০.০০	৮১.০০	৮০.৪৭৯৬	২৫%	৫৭%
১৯.	উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	৩০৩.৫৮৯৪	২৭২.৫১২১	০.১৮	০.৩৮	০.২৯১৫	৯৯%	১০০ %
২০.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পরিকল্পনাধীন পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৪.৯১৫০	০.০০	৪.৯১	৪.৯১	৩.৬৯২৫	৮৮%	৮৮%
	উপ-মোট (কোস্ট গার্ড) =	৮৯২.৯১১৪	৩৩০.৯৬০৭	৯৫.০৯	৮৬.২৯	৮৪.৪৬	-	-
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি (০১ টি):								
২১.	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্রাগার নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ৪০টি) জুলাই ২০২২ জুন ২০২৪	৬৪.৬৭৭৮	০.০০	২.০০	০.২৫৪০	০.২৫৩৭৩	০.৩৯%	১০%
	উপ-মোট (আনসার) =	৬৪.৬৭৭৮	০.০০	২.০০	০.২৫৪০	০.২৫৩৭৩	-	-
জননিরাপত্তা বিভাগ (০১ টি):								
২২.	"চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং" (জুলাই ১৭ হতে এপ্রিল ২৩)	৫.৭৫	৪.৪৯	০.০১	০.০১	০.০১	৮৮%	৮৬%
	সর্বমোট=	৭৩৪২.৩০৯৬	৩০২৫.৪৮	১১১৯.০৫	৯২২.৯৩৪	৮৮৭.৬৮৮১৩	-	-

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের চিত্র নিম্নরুপ

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জননিরাপত্তা বিভাগের মোট প্রকল্প ২২টি;
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১১১৯.০৫ কোটি টাকা (জিওবি ১০৯২.৫৯ + পিএ ২৬.৪৬)
- উপযোজনসহ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয় যোগ্য অর্থের পরিমাণ = (৭২৬.০৫+১৯৮.৪২+০.২০) = ৯২৪.৬৭ কোটি টাকা।
- জুন ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৯২২.৯৩৪ (বিওবি ৮৯৬.২৭৪ কোটি এবং পিএ ২৬.৬৬)
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোটি ব্যয়িত অর্থ = ৮৮৭.৬৮ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১১১৯.০৫ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২৩ পর্যন্ত জননিরাপত্তা বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি ৭৯% এবং
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় যোগ্য ৯২৪.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২৩ পর্যন্ত জননিরাপত্তা বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%।

জুন ২০২৩ এ সমাপ্তকৃত ০৭টি প্রকল্পের তথ্য

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুন /২২ পযন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ এ আরএডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি	
						আর্থিক	বাস্তব
১.	"ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" (জুলাই ১৬ হতে জুন ২৩)	২২৬.২২৯৮	২১৫.৮৪১৩	৭.৬০	৭.৪২৩৮	৯৯%	১০০%
২.	বাংলাদেশ পুলিশ এর চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন হাসপাতাল স্থাপন, বিদ্যমান হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং অপরাধ তদন্তের ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (জুলাই ২২ হতে জুন ২৩)	৪.৪৫	-	৪.৪৫	৪.৪০৩৯	৯৯%	১০০%
৩.	বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাধীন ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (জুলাই ২২ হতে জুন ২৩)	৪.৯০	-	৪.৯০	৪.৭০৭১	৯৬%	১০০%
৪.	সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ১৯ হতে জুন ২৩)	৩০৯.৪৮২৯	৫৩৩.৫৮৬	২১৮.৬২৫৯	২১৮.৬২৫৯	৮৮%	১০০%
৫.	"উপকুলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" (জুলাই ১৮ হতে জুন ২৩)	২৮৭.১২৫০	২৭২.৫১২১	০.৩৮	০.২৯১৫	৯৯%	১০০%
৬.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পরিকল্পনাধীন পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (জুলাই ২২ হতে জুন ২৩ পর্যন্ত)	৪.৯১৫০	-	৪.৯১	৩.৬৯২৫	৮৮%	১০০%
৭.	"চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং" জুলাই ১৭ হতে এপ্রিল ২৩	৫.৭৫	৪.৪৯	০.০১	০.০১	৮৮%	৯৬%

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য

- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতায় ১৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের মোট বরাদ্দ ১৬২৮.০৮ কোটি টাকা এবং থোক হিসেবে ৮৭.৯৮ (জিওবি ৮১.৯৮ এবং পিএ ৬.০০)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের তথ্য

জননিরাপত্তা বিভাগের চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চলমান ১৫টি প্রকল্পের বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি (কোটি টাকায়):

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ			জুন ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				মোট	রাজস্ব	মূলধন	আর্থিক	বাস্তব
পুলিশ অধিদপ্তরের ১১টি:								
১.	৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ (জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ২৩) (জুন ২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	৭৪৪.৬৯২১	৫৯৪.৫৮৬৩	১৪০.০০	৩.০০	১৩৭.০০	৭৪%	৮৭%
২.	বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ) পুলিশ লাইন নির্মাণ (জানু: ১৭ হতে জুন ২৩) (জুন ২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	২৪৯.১৬৫৮	১৮৮.৭৬৭২	০.০১	০.০	০.০১	৬৮%	৯৫%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ			জুন ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				মোট	রাজস্ব	মূলধন	আর্থিক	বাস্তব
৩.	বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩) (জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	১৫১.৬৫৮৬	১৩২.০৯৯৬	০.০১	০.০	০.০১	৭৯%	৯০%
৪.	র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ (জানুয়ারি ১৮ হতে জুন ২৩)(জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	৪৯৫.১০৪১	১৫৭.৬৮৪৪	৬০.০০	১.৫০	৫৮.৫০	৩০%	৪০%
৫.	র‍্যাবের আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (ডিসে: ২০১৮ হতে জুন ২৪)	১০৩৩.৯৮৪	২৪৫.৩১২৯	১০০.০০	২.৫০	৯৭.৫০	২৪%	২৮%
৬.	বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (জুন ২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	১১৮.৬৭২২	৫১.২৩৭১	৩১.৩০	০.৬০	৩০.৭০	৪০%	৬৫%
৭.	হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সেপ্টেম্বর) ১৮ হতে জুন ২৪)	২৪৪.২১২১	১১১.২৬০৬	৫০.০০	৫.৯৬	৪৪.০৪	৩৬%	৭০%
৮.	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ (নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	৯৭৫.৫৬০৪	৫২২.১০২০	৩০১.৩১	১.৫০	২৯৯.৮১	৪৮%	৭৮%
৯.	বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আর্ন্তর্তিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ (সেপ্টেম্বর ১৮ হতে জুন ২০২৪)	৩৫৪.১৬০৭	১১৮.৯২৬৫	৭০.০০	১৫.০০	৫৫.০০	২৭%	৩৫%
১০.	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (জুন ২৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	৯২৭.৩৪৮৪	৩৯৭.৩৪০৯	৩০৭.৭২	১.৫০	৩০৬.২২	৪০%	৭০%
১১.	র‍্যাব এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি (নভেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	৩১৬.৮৪০৬	১৬০.২৮২৮	৬৭.৩৯	০.১৩	৬৭.২৬	৩৮%	৪৩%
	উপমোট (পুলিশ) =	৫৬১১.৩৯৯	২৬৭৯.৬০০৩	১১২৭.৭৪	৩১.৬৯	১০৯৬.০৫	-	-
বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (০২টি):								
১২.	সীমান্ত এলাকায় ৭৩টি আধুনিক/কম্পোজিট বর্ডার অবজারভেশন পোষ্ট (বিওপি) নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৩) (জুন ২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)	২৩৩.৫২	২০২.০৯৪৭	২৯.৩২	০.১২	২৯.২০	৮৭%	৮৮%
১৩.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	২৩৭.২১	৮১.০০	১৫০.০০	৭.৩৩	১৪২.৬৭	৩৪%	৪০%
	উপমোট (বিজিবি) =	৪৭০.৭৩	২৮৩.০৯৪৭	১৭৯.৩২	৭.৪৫	১৭১.৮৭	-	-
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (০১টি):								
১৪.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইন্টেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	৫৮৪.৪০৭০	১৩৮.৯২৮৩	২৮৬.০২	১.৬০	২৮৪.৪২	২৫%	৫৭%
	উপমোট (কোস্ট গার্ড) =	৫৮৪.৪০৭০	১৩৮.৯২৮৩	২৮৬.০২	১.৬০	২৮৪.৪২	-	-
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি (০১ টি):							-	-
১৫.	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্রাগার নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ৪০টি) (জুলাই ২২ হতে জুন ২০২৪)	৬৪.৬৭৭৮	০.২৫৪	৩৫.০০	০.০৫	৩৪.৯৫	০.৩৯%	১০%
	উপমোট (আনসার ও ভিডিপি) =	৬৪.৬৭৭৮	০.২৫৪	৩৫.০০	০.০৫	৩৪.৯৫	-	-
	সর্বমোট (পুলিশ+বিজিবি+কোস্টগার্ড+আনসার ও ভিডিপি) =	৬৭৩১.২১৩৮	৩১০১.৮৮	১৬২৮.০৮	৪০.৭৯	১৫৮৭.২৯	-	-

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনসমূহ:

Motor Cycle (250 cc), Qty-100

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন

এস্কট ভেহিকল

ফ্লাড লাইট ভেহিকল

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ সদস্যদের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

৬৫০ বর্গফুট , ১০০০ বর্গফুট ভবন, পূর্বাচল

১০০০ বর্গফুট মিরপুর পুলিশ টাওয়ার

৬৫০ বর্গফুট ভবন, সিআইডি, উত্তরা, ঢাকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

১০০০ বর্গফুট ভবন, ডাবলমুরিং, চট্টগ্রাম

৬৫০ বর্গফুট ভবন, দামপাড়া, চট্টগ্রাম

"হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

"সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বর্ডার অবজারভেশন পোষ্ট (বিওপি) নির্মাণ"
শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

র‌্যাবএর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

BRAIN FINGER PRINT

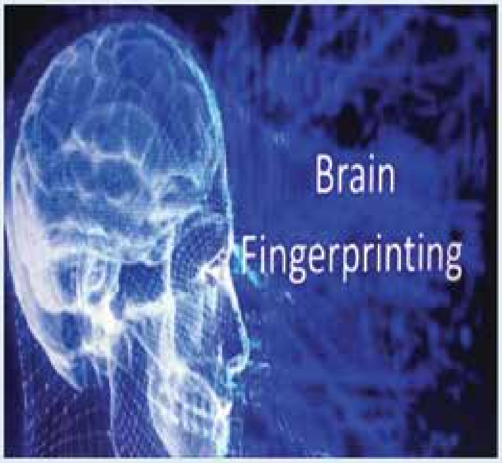

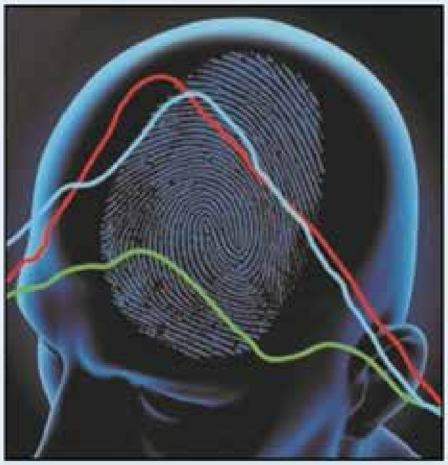

GSM/ UMTS VEHICULAR ACTIVE SUPPORT SYSTEM

“উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বোট

20M TYPE RESCUE BOAT

(পরিশিষ্ট-খ)

জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৯ম সভা ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর সভাপতিত্বে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়

০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান এর অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে সম্মাননা ও শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠান

০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে নব যোগদানকৃত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর বরণ ও শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠান

০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে নব যোগদানকৃত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর বরণ ও শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠান

০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে নব যোগদানকৃত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ এর বরণ ও শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠান

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয় কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন

সমাপ্ত

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়